উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বিত প্রতিবেদন

২০০৯-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বিত প্রতিবেদন

২০০৯-২০২৩

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বিত প্রতিবেদন
২০০৯-২০২৩

পৃষ্ঠপোষকতায় : **জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.**
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার**
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা কমিটি :

ক্রম	কর্মকর্তা	কমিটিতে পদবি
১.	জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	সদস্য
৩.	ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক যুগ্মসচিব (হজ)	সদস্য
৪.	জনাব মো. সাখাওয়াৎ হোসেন উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিস্টেমস এনালিস্ট (আইসিটি)	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান প্রোগ্রামার (আইসিটি)	সদস্য
৭.	জনাব মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ সহকারী সচিব (সংস্কার)	সদস্য
৮.	জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন উপসচিব (উন্নয়ন)	সদস্য-সচিব

প্রকাশনায় : সমন্বয় ও সংস্কার শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল : ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : আরিস্তা প্রিন্টার্স, কাঁটাবন, ঢাকা

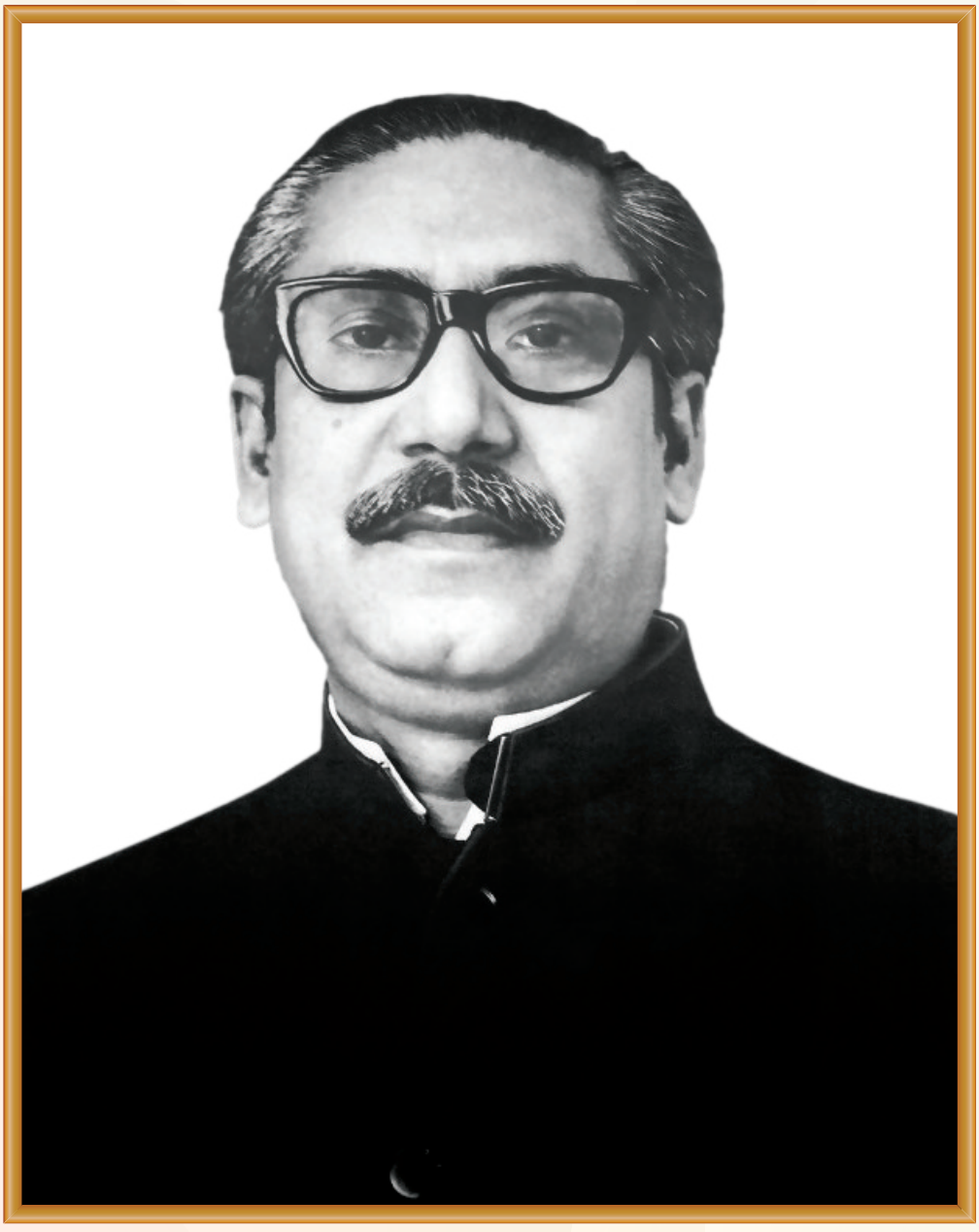

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পাবে। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৯৪৩৫ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়"; "ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ"; সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প তিনটি এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন "প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের কল্যাণ সাধনে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত কয়েক বছরে হজযাত্রির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত জটিলতা ক্রমান্বয়ে নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে। সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসনকল্পে অনুদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের কিছু সংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি, আন্তঃধর্মীয় পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ দেশের মানুষের সেবায় যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

এ প্রকাশনা উপলক্ষে আমি ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি.)
প্রতিমন্ত্রী

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কার্যবিধিমালা (Rules of Business) অনুযায়ী দেশে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, সকল ধর্মের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত এবং অসাম্প্রদায়িক সুখি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ দেশের সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা; দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার ও মেরামত; ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন; ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা; আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াক্ফ প্রশাসন, হজ অফিস, বাংলাদেশ হজ মিশন সৌদি-আরব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে সময়োচিতভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করে যাচ্ছে।

এছাড়া, ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান; অফিস ও প্রশিক্ষণ একাডেমি পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল তৈরি এবং আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হচ্ছে। মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দেশসেবা তথা মানবসেবায় এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ মন্ত্রণালয় কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখছে।
বিগত ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বিত প্রতিবেদন বের করার লক্ষ্যে একটি প্রকাশনা ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা এ প্রকাশনার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা

(মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার)
সচিব

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বির সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। এছাড়া, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সুখি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

৩. ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে। এর রূপকল্প হল-"ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ" এবং অভিলক্ষ্য হল-"ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা"। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১২০ টি পদের বিপরীতে ১০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়; হজ অফিস, ঢাকা; বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব; হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা । এ সকল দপ্তর/সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয় থেকে গ্রহণ করা হয়।

৫. Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২২ টি প্রধান কার্যাবলি নির্ধারিত রয়েছে । তন্মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অন্যতম। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, আরটিআই, ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন, বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় আইন আকারে প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে।

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913); Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930); The Waqf Ordinance, 1962; The Islamic Foundation Act. 1975; যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩; হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮; খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮; চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিত আইন, ২০২৩; ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬ নম্বর আইন); ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন) আইন/অধ্যাদেশ রয়েছে।

৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ৩৭৪৩ কোটি ০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো হল (১) প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) (২) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) (৩) দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা (৪) গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত) (৫) হাওড় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) (৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (৭) মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৩য় পর্যায়) (৮) সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (৯) ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) (১০) প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৩য় পর্যায় (১১) ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (১২) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াক্ফ ভবনের ৬ষ্ঠ ,৭ম ও ৮ম তলা ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

৮. বিগত ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের ধর্মগ্রন্থ এবং বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান; শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ-প্রদান; বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদযাপন, দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান; হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ওয়াক্ফ এস্টেট চিহ্নিতকরণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অডিটকরণ এবং ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়, মোতাওয়াল্লি নিয়োগ, কমিটি গঠন, ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন; যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ সেলাই মেশিন বিতরণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৯. ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবায় ৫৪টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল পরিচালনা, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং চলমান ৮টি প্রকল্প ও ১ টি কর্মসূচির মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১০. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্তি, ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ, ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের অডিট করা, ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়, ওয়াক্ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদেরকে ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা, ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন এবং ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

১১. উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আশকোনায় স্থায়ী হজ অফিসসহ হজ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বছরব্যাপী হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৭ সালে হজ কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল, সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয় এবং ঢাকা হজ অফিস, আশকোনায় প্রাক-নিবন্ধন এবং হজ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দার মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত হাজীদের আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাসহ যথাসময়ে সৌদি আরব গমন, বাংলাদেশে ফেরত এবং যথাসময়ে মক্কা মদিনা যাতায়াত নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত হাজিদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং হজকালীন মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় স্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করে সম্মানিত হজযাত্রিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১২. বাংলাদেশের হিন্দুধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশ বলে 'হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত অধ্যাদেশের পরিবর্তে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। এই ট্রাস্টের মূল কাজ হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা; হিন্দুধর্মীয় উপাসলয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টি বোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা করা হয়।

১৩. বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত অধ্যাদেশের পরিবর্তে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ - এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী- ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা; খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসনও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা; গ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উক্ত বিষয়গুলো সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য পরিচালনা করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৭.০ কোটি টাকা। ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনমূলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। ট্রাস্টের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত এবং ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

১৪. বিগত ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারির ২৬ বছর পর ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে উক্ত অধ্যাদেশের পরিবর্তে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে একটি স্থায়ী আমানত প্রতিষ্ঠা করে।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
১.০	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১-৩১
২.০	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩২-৫৬
৩.০	বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়	৫৭-৫৯
৪.০	হজ অফিস, ঢাকা	৬০-৬৩
৫.০	বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব	৬৪-৬৫
৬.০	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৬৬-৭১
৭.০	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৭১-৭৬
৮.০	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৭৭-৭৮

১.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীর সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা, আন্তঃধর্মীয় সংহতি সুসংহত এবং সমঅধিকার ও সহমর্মিতা বিনির্মাণে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করেছে। হজ ফ্লাইটের তথ্য, মক্কা ও মদিনায় আবাসন, হজ এজেন্সিমূহের সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব খোলা, চিকিৎসা সেবায় কিওস্ক মেশিনের প্রবর্তনসহ প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬৪ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে পাঁচ পর্যায়ে ৫০ টি করে মোট ২৫০ টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ

২. হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

৪. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

১.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সুশাসনমূলক কার্যক্রম

উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনায়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে মুল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

ক। উদ্ভাবনী ধারণা ও সেবা সহজিকরণে উত্তমচর্চা

খ। শুদ্ধাচার

গ। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

ঘ। তথ্য অধিকার

১.২.০ ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ

নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে উদ্ভাবন ও উত্তম চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি দপ্তরের কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য এবং সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে সরকার উদ্ভাবন কার্যক্রম ও তাঁর বিকাশে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, Allocation of Business, সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলপত্রের আলোকে প্রণিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কমকৃতি বা Performance মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' বা এপিএ প্রবর্তন করেছে। সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহ যেমন জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার এর সামগ্রিক মূল্যায়ন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুশাসন সুসংহতকরণে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনিন সমাজ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির আলোকে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে ন্যায়ভিত্তিক ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা এবং বয়স্কদের সাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। হজযাত্রিদের সেবায় ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় অনলাইনে হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মেরামত/সংস্কার, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং দুঃস্থ পূনর্বাসনের জন্য অনুদান প্রদান মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে গঠিত ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি সেবার মান উন্নয়নে নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১.২.০.০ সেবা/উদ্ভাবনের নাম: অনলাইনে হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সেবা

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

২০১৫ সালে সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটার তুলনায় হজ গমনে আগ্রহী হজযাত্রিদের সংখ্যা বেশি হয় এবং সে সময় হজ ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক হজযাত্রী আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সেই বছরে হজে যেতে পারেননি।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে। হজযাত্রিদের হজে যাবার নিশ্চয়তা প্রদানের এই উদ্ভাবনের কারণে হজযাত্রিগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারছেন। বছরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেম চালুর ফলে হজযাত্রিগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারছেন। হজে গমনেচ্ছুদের জন্য প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রম অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ও সহজে হজ সম্পাদনের লক্ষ্যে হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজের প্রাক নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রম অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়। প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সিস্টেম চালুর ফলে হজ গমনেচ্ছুদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই হজের কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত, সহজ এবং সবার জন্য সমান উপযোগী হিসেবে নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হজের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো- যারা চলতি বছর নিবন্ধন করা সত্ত্বেও হজ পালনে যেতে পারেনি; সে সব অতিরিক্ত হজে গমনেচ্ছু যাত্রীরা পরবর্তী বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হজ পালন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন একটি বছরব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক যিনি হজে যেতে ইচ্ছুক, বছরের যে কোনো সময় প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করে পবিত্র হজে গমনের জন্য প্রাক-নিবন্ধন করে সিরিয়াল গ্রহণ করতে পারবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

সম্মানিত হাজিগণ হজ অফিস, মক্কা হতে সেবা নিচ্ছেন

১.২.০.১ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: প্রাক-নিবন্ধন সেবা সহজিকরণ; ই-হজ মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন

ই-হজ ব্যবস্থাপনা (উদ্ভাবনে রূপান্তর)-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাকে হজযাত্রিদের দোরগোঁড়ায় এবং হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে "ই-হজ মোবাইল অ্যাপ" চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্যভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এর পাশাপাশি একটি ইন্টিগ্রেটেড প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে; যেমন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, বিভিন্ন ধরণের আবেদন, রিফান্ড সেবা ইত্যাদি। ই-হজ মোবাইল অ্যাপ চালুকরণের প্রথম ফিচার হিসেবে হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে একজন হজযাত্রী সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার অনুমোদিত হজ এজেন্সির বিভিন্ন তথ্য দেখতে পারবেন। ব্যবহারকারী বান্ধব এই অ্যাপ্লিকেশনে ই-হজ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ফিচার পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা হবে, ফলে হজ সেবা হাতের মুঠোয় চলে আসবে যা উদ্ভাবনে রূপান্তরে সরকারের সাফল্যকে আরো নিগূঢ় করবে। হজযাত্রিদের হাতের মুঠোয় হজ সেবা প্রাপ্তির ফলে হজযাত্রা সহজ ও সুন্দর হবে। ই-হজ মোবাইল অ্যাপটি ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনায় হজ সেবার সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। যা হবে এক অনন্য মাইলফলক।

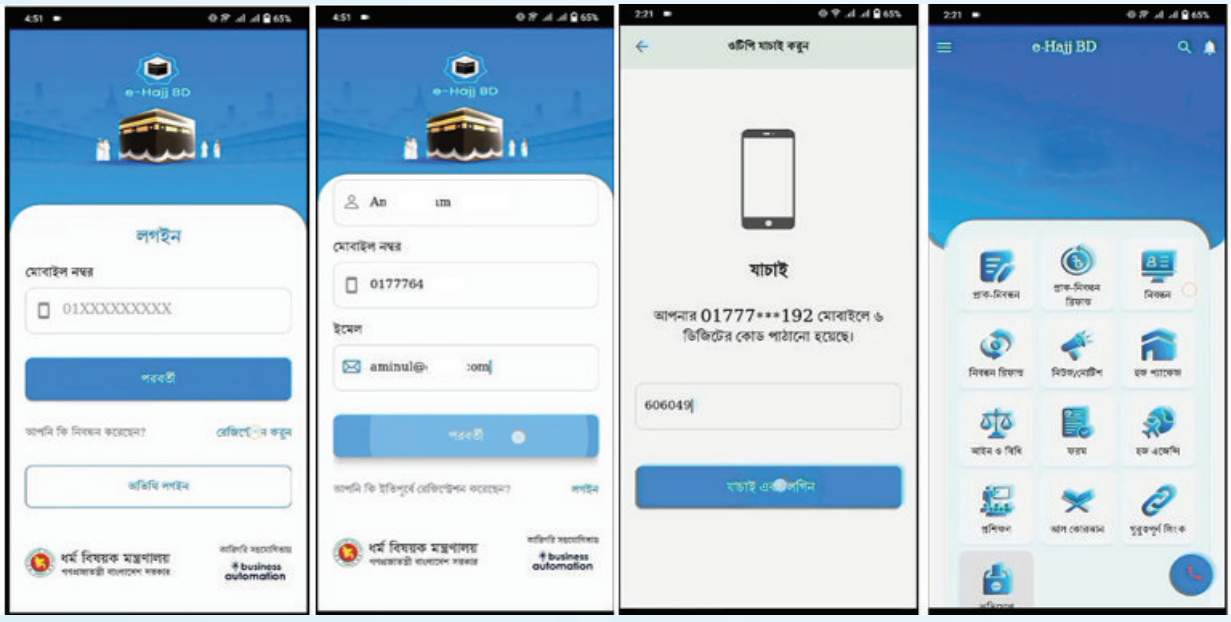

লিংক- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.hmis&hl=en&gl=US&pli=1 এবং https://apps.apple.com/uy/app/e-hajj-bd/id1625546283

১.২.০.২ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমেনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা পদ্ধতিতে উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ।

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজের প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রিকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল ও রিফান্ডের জন্য প্রাক্-নিবন্ধন ট্র্যাকিং নম্বর উল্লেখপূর্বক টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকের ম্যানেজার বারাবর আবেদন লিখতে হত। আবেদন দাখিলের জন্য টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকে গমন করে আবেদন দাখিল করতে হতো। ব্যাংক কর্মকর্তা অনলাইনে "সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা" সিস্টেমে রিফান্ডের রিকোয়েস্ট সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিফান্ডের আবেদন পর্যালোচনা, যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন দেয়া হতো। মাসিক সকল অনুমোদিত রিফান্ডের তালিকা প্রস্তুত করা হত এবং অর্থ প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে হজযাত্রিদের নামে চেক লিখা হত। এরপর চেক বিতরণের জন্য হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করা হত এবং হজযাত্রিগণ হজ অফিস, ঢাকা থেকে চেক গ্রহণ করতেন।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেবা সহজিকরণের জন্য একজন প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ব্যাংক কর্তৃক যাচাই পূর্বক Disbursement সম্পন্ন করে BEFTN এর মাধ্যমে হজযাত্রির ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে।

লিংক-https://hajj.gov.bd/application-of-govt-pilgrim-pre-registration-refund/

১.২.০.৩ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: নিবন্ধিত হজযাত্রিদের অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌদি আরবে বহির্বিশ্ব থেকে কোন হজযাত্রী পবিত্র হজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজ নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রিকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় "হজযাত্রিদের অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম" প্রবর্তন করে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। হজযাত্রী কর্তৃক আবেদন দাখিলের পর সেটি হজ অফিস, ঢাকা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের পর হজযাত্রির নিবন্ধন বাতিল হবে এবং হজযাত্রী পে-অর্ডারের মাধ্যমে অথবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাঁর ব্যাংক হিসেবে অর্থ ফেরত পেয়ে থাকেন। উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে হজযাত্রিদের নিবন্ধন বাতিল (নিবন্ধন রিফান্ড) প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়।

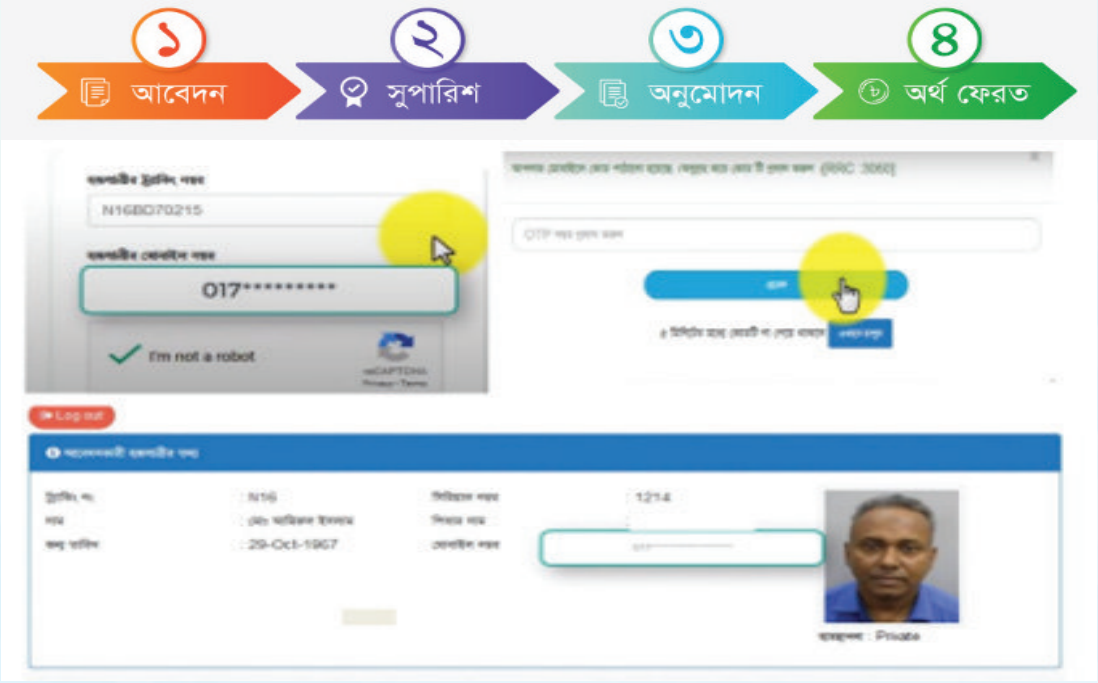

লিংক-https://hajj.gov.bd/application-of-registration-refund/

১.২.০.৪ সেবা/উদ্ভাবনের নাম: বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিসা আবেদন

সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপ হল সৌদি আরবে দর্শকদের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিরাপদে তাদের সার্ভারে বায়োমেট্রিক ডেটা জমা দেওয়ার সহজ উপায়। সৌদি আরবে প্রবেশের জন্য ভিসা আবেদন করলে, সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপ আঙ্গুলের ছাপ এবং মুখের ছবি জমা দিতে সাহায্য করবে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করে যেকোনো সময়ে বায়োমেট্রিক তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যায়, ভিসা পরিষেবা কেন্দ্রে যাওয়ার বা সারিবদ্ধ ভাবে জমা দেয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু যা দরকার তা হল স্মার্টফোন এবং পাসপোর্ট। সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন পাসপোর্টের বিবরণ এবং ভিসা আবেদন নম্বর জমা দেয়া সম্ভব। বায়োমেট্রিক তথ্য যেমন, মুখের ছবি এবং আঙ্গুলের ছাপ জমা দিয়ে বায়োমেট্রিক তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াটি রিয়েল-টাইমে ১০ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়।

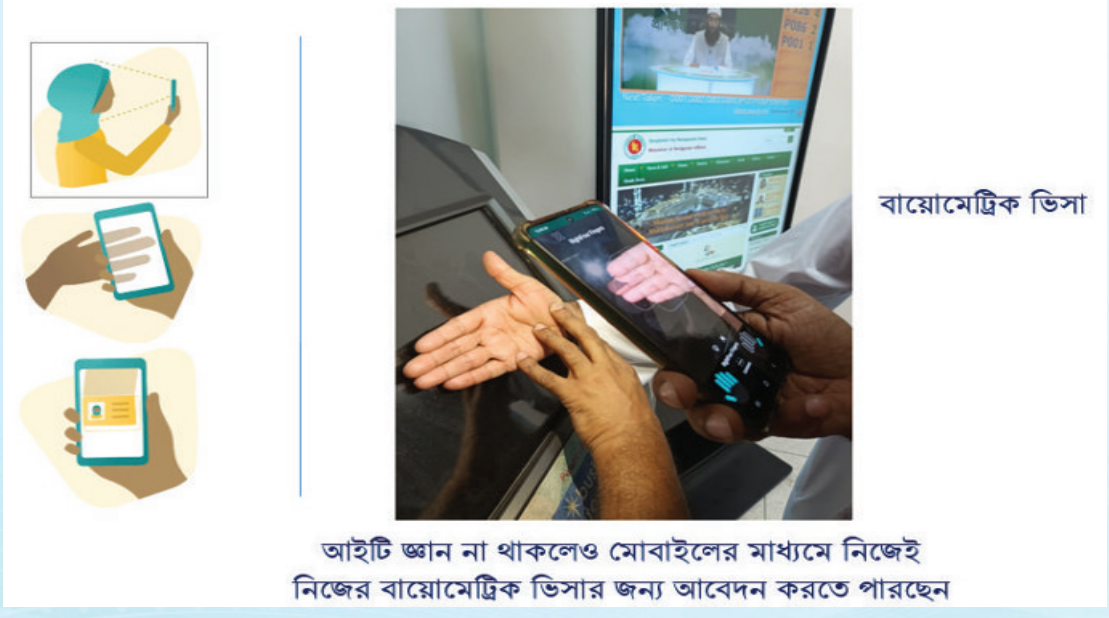

লিংক-https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.mofa.saudivisabio&hl=en&gl=US&pli=1

১.২.০.৫ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

হজযাত্রির হজযাত্রার পূর্বে মেডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য সিস্টেমে সময়মত হালনাগাদ না থাকার কারনে সৌদি আরবে হজযাত্রিদের চিকিৎসা প্রদানের সময় নানা রকম সমস্যা হত। হজযাত্রিরা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মেডিকেল প্রোফাইল এর ফরম পুরণ করতেন এবং পুরণকৃত ফরম কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ডাটা এন্ট্রি করতে অনেক সময় লাগতো এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হত। সৌদি আরবে চিকিৎসা সেবার সময় হজযাত্রির তথ্য সময়মত পাওয়া যেত না। এছাড়াও হজযাত্রিরা টিকা গ্রহণ এর পর ম্যানুয়াল ভ্যাক্সিনেশন কার্ড পেতেন। এ কারনে কোন হজযাত্রী যদি টিকা গ্রহণ না করে থাকতেন তাঁর তথ্য সিস্টেমে পাওয়া যেত না। এছাড়াও ম্যানুয়াল সিস্টেম থাকার কারনে কোন হজযাত্রী কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কিনা, অচল অক্ষম কিনা তাও জানা সম্ভব ছিল না।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

হজযাত্রিরা তাদের মেডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য ফরম অনলাইন থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। অনলাইন প্রোফাইল ফর্মে ট্র্যাকিং নং এর বিপরীতে বেসিক ইনফরমেশন যেমন নাম, ট্র্যাকিং নাম্বার, পিতা/মা তাঁর নাম, পাসপোর্ট নাম্বর ইত্যাদি তথ্য থাকবে কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য শুধুমাত্র অনুমোদিত চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে অনলাইনে পূরণ করেন। হজযাত্রী প্রিন্টকৃত হেলথ প্রোফাইল প্রিন্ট করে অনুমোদিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ইউজার (ডাক্তার/ নার্স/ স্বাস্থ কর্মী) সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যাচাই করে তা এন্ট্রি করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইউজার ফরমের তথ্য নিশ্চিত করণ এবং টিকা প্রদানের পরই হজযাত্রিদের ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল টিকার ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র তৈরি হবে এবং প্রিন্ট করা যায়। ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল টিকার ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র না থাকলে হজযাত্রিদের ভিসা প্রদান করা হবে না। এর ফলে সকল হজযাত্রিদের ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইলসহ টিকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। যেহেতু হজযাত্রিদের তথ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এন্ট্রি হয়ে যায় এর ফলে পূর্বের বছরের ন্যায় আর কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় না এবং এর ফলে সৌদি আরবে চিকিৎসা সেবার সময় হজযাত্রির তথ্য সময়মত পাওয়া যায়।

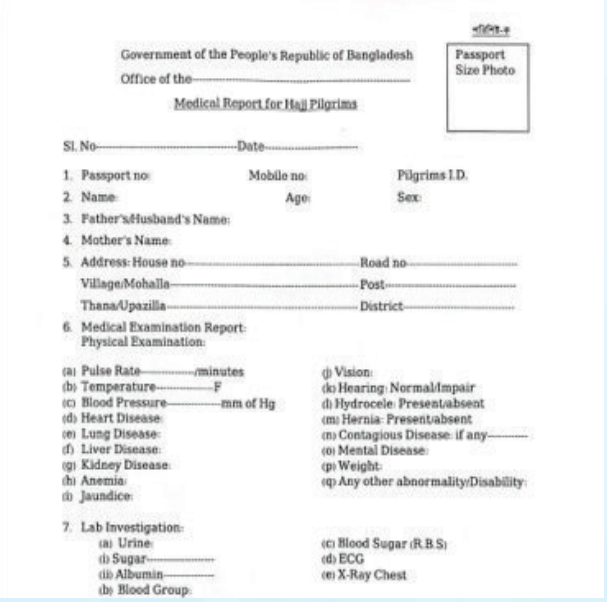

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the------------------------------------

Passport Size Photo

Medical Report for Hajj Pilgrims

Sl. No------------------------Date--------------------

1. Passport no: Mobile no: Pilgrims I.D.
2. Name: Age: Sex:
3. Father's/Husband's Name:
4. Mother's Name:
5. Address: House no------------------------Road no--------------------
   Village/Mohalla------------------------Post--------------------
   Thana/Upazilla------------------------District--------------------
6. Medical Examination Report:
   Physical Examination:

(a) Pulse Rate-----------/minutes
(b) Temperature-----------F
(c) Blood Pressure-----------mm of Hg
(d) Heart Disease:
(e) Lung Disease:
(f) Liver Disease:
(g) Kidney Disease:
(h) Anemia:
(i) Jaundice:
(j) Vision:
(k) Hearing: Normal/Impair
(l) Hydrocele: Present/absent
(m) Hernia: Present/absent
(n) Contagious Disease: if any-----------
(o) Mental Disease:
(p) Weight:
(q) Any other abnormality/Disability:

7. Lab Investigation:
   (a) Urine:
   (i) Sugar-----------
   (ii) Albumin-----------
   (b) Blood Group:
   (c) Blood Sugar (R.B.S)
   (d) ECG
   (e) X-Ray Chest

লিংক-https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search? q=N (N=হজযাত্রির ট্র্যাকিং নম্বর)

১.২.০.৬ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: হজযাত্রিদের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সহজিকরণ (প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন - Route to Makkah)

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রিদের ইমিগ্রেশন এর সময় অনেক সময় অপেক্ষা করতে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার কারণে হজযাত্রিরা অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হতেন। হজযাত্রিদের বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের বিমানবন্দরে দীর্ঘক্ষণ ভ্রমণের পর আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার কারণে অনেক হজযাত্রিরা অসুস্থ হয়ে পরতেন। এছাড়াও হজযাত্রিদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রিদের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কার বাড়িতে অথবা মদিনা বিমানবন্দর থেকে মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য পুনরায় অনেক সময় অপেক্ষা করতে হত।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রিদের অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশি হজযাত্রিদের সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দা/মদিনার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও, হজযাত্রিদের লাগেজ পরিবহনের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ সরাসরি হজযাত্রির মক্কাস্থ হোটেলের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রিদের বিমানবন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাঘব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রির ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়।

হজযাত্রিদের সুবিধার্থে সৌদি ইমিগ্রেশন অংশ বাংলাদেশে আগাম সম্পন্ন হচ্ছে

১.২.০৭ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: হজযাত্রিদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রিদের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগতো। ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রিদের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা অথবা মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য পুনরায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত। হজযাত্রিদের বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে ভ্রমণ, বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার কারণে অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হত। পরবর্তীতে গন্তব্যে পৌঁছে দেখা যেত, অনেক হজযাত্রির লাগেজ হারিয়ে গেছে।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

সৌদিআরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রিদের ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে Makkah Route Initiative কার্যক্রমের আওতায় হজযাত্রিদের লাগেজ পরিবহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেই সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা এবং লাগেজে বাড়িভিত্তিক বিশেষ রং এর স্টিকার লাগোনো হয়েছে। পরবর্তীতে হজযাত্রিদের লাগেজগুলো স্টিকার অনুযায়ী সৌদি অনুমোদিত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মাধ্যমে হজযাত্রিদের নির্ধারিত হোটেল/বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজযাত্রিদের লাগেজ সরাসরি হজযাত্রিদের মক্কা/মদিনার হোটেল/বাড়ির কক্ষে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজযাত্রিগণ বিমানবন্দরে অপেক্ষা না করে সরাসরি নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব হোটেল/বাড়িতে চলে গিয়েছেন এবং হজযাত্রিরা পৌঁছার পূর্বেই লাগেজ হজযাত্রিদের ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ায় হজযাত্রিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রিদের বিমানবন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাঘব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রির ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়।

হজযাত্রিদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা

১.২.০.৮ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনার বাংলাদেশ মেডিক্যাল সেন্টারে অনেক হজযাত্রিরার একসাথে চিকিৎসা গ্রহণের সময় অনেক সময় সঠিকভাবে কিউ ব্যবস্থা এবং সিরিয়াল অনুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে যেত। সম্মানিত হাজীগণ বিশেষ করে বয়স্ক হাজিরা সেবা গ্রহণে ভোগান্তির শিকার হতেন।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

লক্ষাধিক হজযাত্রির চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে সম্মানিত হজযাত্রিদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। হজযাত্রিদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবা দ্রুত দেয়া সম্ভব হয়েছে।

হজযাত্রিগণ মেডিকেল সেবা গ্রহণ করছেন

১.২.০.৯ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: হজ এজেন্সির ই- প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

ই-হজ সিস্টেমে সকল এজেন্সির প্রাথমিক তথ্য থাকলেও বিস্তারিত হালনাগাদ তথ্যাদি যেমন হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মালিক, তাঁর এজেন্সির যাবতীয় তথ্য (ফরম-২৫) এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য যেমন ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সিভিল এভিয়েশন সনদ, অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র/মালিকানা দলিল ইত্যাদি ছিল না। এছাড়াও, বিগত বছরগুলোতে হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মামলা, শাস্তির তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সিস্টেমে পাওয়া যেত না। অধিকন্তু, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ট্রাভেল লাইসেন্স যাচাইয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ট্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ এজেন্সির প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা ছিল না।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত হজ এজেন্সির বিস্তারিত প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিস্টেমে হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মালিক তাঁর এজেন্সির যাবতীয় তথ্য (ফরম-২৫) পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করে (ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সিভিল এভিয়েশন সনদ, অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র/মালিকানা দলিল ইত্যাদি) হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সাবমিট করছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত ব্যবহারকারী সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে যাবতীয় ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে তা সুপারিশ করা হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন অনুমোদকারী তা অনুমোদন করছেন। কোন ডকুমেন্ট বা তথ্যের ঘাটতি বা গরমিল (Shortfall) থাকলে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত ব্যবহারকারী তাঁর বিবরণ উল্লেখ করে আবেদনটি নাকচ করে দিচ্ছেন এবং সংশোধনপূর্বক আবেদনকারী পুনরায় আবেদন প্রেরণ করছেন। এছাড়াও উক্ত প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বিগত বছরগুলোতে হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মামলা, শাস্তির তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য এন্ট্রি করা হচ্ছে। অধিকন্তু, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ট্রাভেল লাইসেন্স যাচাইয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ট্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ এজেন্সির প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এজেন্সির তথ্য "ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাইকৃত" হিসেবে হজ বিষয়ক পোর্টালে প্রকাশ করা হচ্ছে।

লিংক-https://prp.pilgrimdb.org/

১.২.০.১০ সেবা/উদ্ভাবনের নাম: হজ প্রশিক্ষণ মডিউল - দেশব্যাপী সকল হজযাত্রিদের প্রশিক্ষণ

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

পূর্বে হজযাত্রিদের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দেশব্যাপী জেলা পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছিল না। হজযাত্রিগণ হজে গমনের পূর্বে অনেক বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিল না। এ কারণে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব পর্বে একজন হজযাত্রি যেমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতেন একইভাবে হজ ব্যবস্থাপনায়ও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হত।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

হজযাত্রিদের জন্য প্রতি জেলায় ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সারা দেশে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে সকল হজযাত্রির জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে হজযাত্রিগণ অত্যন্ত সহজে হজ পালনে করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হতে পারছেন। এছাড়াও, হজ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও হজ বিষয়ক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

১.২.০.১১ সেবা/উদ্ভাবনের নাম: হজযাত্রিদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

হজযাত্রিগণ তাদের প্রি-রেজিস্ট্রেশন ও রেজিস্ট্রেশনের নোটিফিকেশন, প্রশিক্ষণের স্থান, সময় ও তারিখ, টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান, ভিসা, ফ্লাইটের, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি নোটিফিকেশন পেতেন না এবং এতে অনেক সময় হজযাত্রিদের বিড়ম্বনায় পড়তে হত এবং ভিজিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হত।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

প্রত্যেক হজযাত্রিকে এসএমএস প্রেরণ করে তথ্য সেবা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ অবহিত করতে নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন হজযাত্রিগণ তাদের প্রি-রেজিস্ট্রেশনের ও রেজিস্ট্রেশনের নোটিফিকেশন, প্রশিক্ষণের স্থান, সময় ও তারিখে, টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান, ভিসা, ফ্লাইটের, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নোটিফিকেশন এবং এছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্য-ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ করা হচ্ছে। উল্লিখিত সেবা প্রদানের ফলে হজযাত্রিগণ ঘরে বসেই বিনামূল্যে বিভিন্ন তথ্য সেবা পাচ্ছেন এবং তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছেন। এতে হজযাত্রিদের কোনো বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে না। এছাড়া কমেছে ভিজিট সংখ্যাও।

১.২.০.১২ সেবা/উদ্ভাবনের নাম: হজ বিষয়ক কলসেন্টার

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

হজযাত্রিগণ, হজ সংক্রান্ত অংশীজন বা একজন নাগরিক হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন হজে গমনের প্রক্রিয়া, প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, রিফান্ড, প্রতিস্থাপন, ট্রান্সফার, ভিসা, ফ্লাইট, আবাসন বিভিন্ন প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস ঢাকা অথবা সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিকট আসতেন। এতে অনেক সময় উপকারভোগীকে বিড়ম্বনায় পড়তে হত এবং ভিজিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হত।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

হজ বিষয়ক কলসেন্টার ১৬১৩৬ হজবিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করে থাকে। উক্ত কলসেন্টার থেকে হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য থেকে শুরু করে হজবিষয়ক যে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। হজবিষয়ক কলসেন্টার চালুর ফলে দেশের লক্ষাধিক হজযাত্রি ছাড়াও দেশে-বিদেশের যে কেউ হজ বিষয়ক যে কোনো তথ্যের সর্বশেষ তথ্যাদি পাচ্ছেন। হজ বিষয়ক কলসেন্টার তথ্যাদি প্রদানের পাশাপাশি হজযাত্রিদের প্রদানকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করছেন, যার মাধ্যমে হজযাত্রিদের সেবা প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়েছে।

WWW.HAJJ.GOV.BD
হজ তথ্য ও সেবাকেন্দ্র
16136

হজ তথ্য ও সেবাকেন্দ্র: ১৬১৩৬, +৮৮০৯৬০২৬৬৬৭০৭

হজবিষয়ক কলসেন্টার

১.২.০.১৩ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান সহজিকরণ

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত আবেদন ফরম পুরণের পাশাপাশি ফরমে তিনটি প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হত। প্রথমত, প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে যেতে হত; স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক যাচাই এর পর প্রত্যয়ন প্রদান করা হত। দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তৃতীয়ত স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এর কাছে যেতে হত এবং যাচাইপুর্বক প্রত্যয়ন প্রদান করা হত। প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারণে সেবা গ্রহিতার অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হত।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে, কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারছেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরমটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফরম বিতরণ করা হয়। সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/ মেয়র/ কাউন্সিলর-এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে আবেদন করতে পারবেন।

১.২.০.১৪ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়। এরপর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের CAFO (Chief Accounts and Finance Officer) বরাবর GO জারি করে জারিকৃত GO এর আলোকে iBAS++ এ এন্ট্রি সম্পন্ন করা হত। CAFO কর্তৃক GO এর অথরিটি জেলা/ উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যাচাই-বাছাইপূর্বক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হতে চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর্থিক বছর শেষে স্ব স্ব কার্যালয়ে বিলের মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থের সমন্বয়ে কাজটি করে থাকে। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হয়।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে, ফলে অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বছর শেষে প্রাপ্তি স্বীকার ও সমন্বয়ের কাজটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে iBAS++ এ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

১.২.০.১৫ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নির্ধারিত আবেদন ফরম পুরনের পাশাপাশি ফরমে তিনটি প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হত। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারণে তাঁর সময়, অর্থ এবং ভিজিট সংখ্যা বেড়ে যেত।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য দুঃস্থ অনুদানের নির্ধারিত আবেদন ফরমটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফরম বিতরণ করা হয়। সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় একজন দুঃস্থ ব্যক্তি শুধু স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে আবেদন করতে পারবেন।

১.২.০.১৬ সেবা/ উদ্ভাবনের নাম: দুঃস্থ ব্যক্তিদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

বাজেট বিভাজন মোতাবেক দুস্থ অনুদানের অর্থ অগ্রিম উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হত। এরপর GO মোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ করতে হত। জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ এবং প্রাপ্তি স্বীকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতেন। CAFO (Chief Accounts and Finance Officer) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক বছর শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয় করতেন। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় দুঃস্থ অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হত। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হত।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

দুঃস্থদের সহায়তার জন্য উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর উপকারভোগীর বিকাশ/নগদ/রকেটে একাউন্টে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে অতি দ্রুত উপকারভোগীর কাছে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

১.২.০.১৭ সেবা/উদ্ভাবনের নাম: অঙ্গুলীতে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা আনন্দপাঠ

পূর্বে সমস্যা কী ছিল?

বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠিরা বিভিন্ন বৈরি আবহাওয়া কারণে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন: বন্যা , জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির কারণে বছরে প্রায় ৭-৮ মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে না। এসময় তারা বাড়িতে বসে অলস সময় কাটায় এতে তাদের বুদ্ধি বিকাশে সমস্যা এবং পড়ালেখায় অনেক পিছিয়ে পড়ে।

সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কী করা হয়েছে?

বাংলা বর্ণমালা শিক্ষাদানের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি বিকাশে অঙ্গুলীতে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা আনন্দপাঠ উদ্ভাবনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং পড়ালেখায় আরো উৎসাহিত করে।

১.২.০.১৮ সেবা/উদ্ভাবনের নাম: Meeting15Minute

Meeting15Minute হল একটি উদ্ভাবনী ধারণা যেখানে প্রতিদিন নিজের দপ্তরের কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের একটি ছোট কিন্তু কার্যকর সভা করা। সভায় সভাপতি তাঁর দপ্তরের সকল টিম মেম্বারদের নিয়ে প্রতিদিন এই ছোট সভা করতে পারেন যেখানে ৮-১০ মিনিট আজকের কী কী কাজ করণীয় আছে সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। এছাড়াও গতকাল পর্যন্ত কারো কোন কাজ পেন্ডিং আছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করতে পারেন; সপ্তাহের/মাসের কী কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে তা লিস্ট করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিদিনের কাজ ভাগ করতে পারেন। এছাড়াও, টিমের কোন মেম্বার আজ কী কাজ করবেন তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। শেষ ৫ মিনিট সভাপতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। Meeting15Minute সভাটি স্ট্যান্ডিং সভা হতে পারে বা সাধারণ সভার মতও হতে পারে। যেখানে সভাপতি মধ্যখানে দাঁড়াবেন বা বসবেন এবং টিম মেম্বারগণ তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে থাকবেন। সভাটি যথাসম্ভব একই স্থানে এবং একই সময়ে করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ ও শাখায় Meeting15Minute এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং সকল আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে এর কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

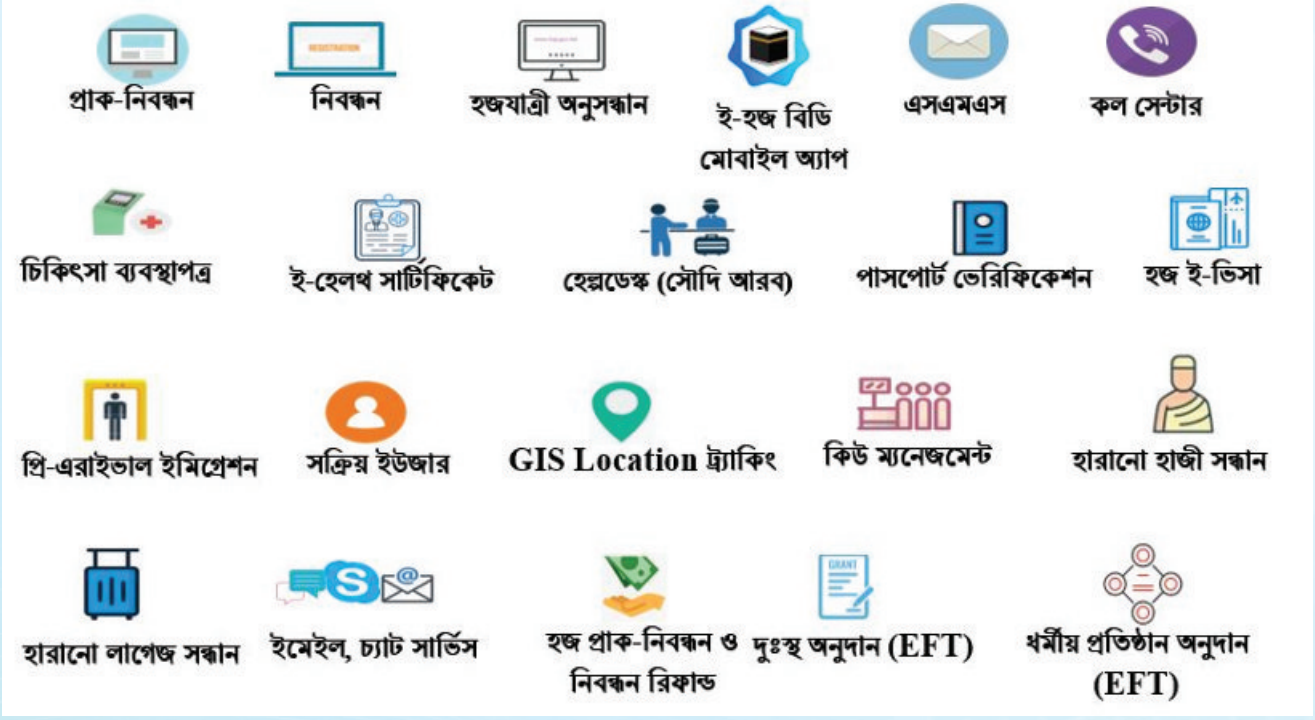

উদ্ভাবনী/ সহজিকৃত ই-সেবা

১.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, ঈদগাহ/কবরস্থান, গীর্জা, প্যাগোডা, শ্মশান, সেমিট্রি) এবং দুস্থ (মুসলিম ও হিন্দু) ব্যক্তিদের অনুকূলে প্রদত্ত অনুদান নিম্নরূপ:

ক্রমিক	অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান	টাকা	দুস্থ	টাকা	মোট	মোট টাকা
১	০৯-১০	৮৬৭৭	৮৩,৯৯৫,০০০	১১৫০	৯,০০০,০০০	৯৮২৭	৯২,৯৯৫,০০০
২	১০-১১	৮১৭৪	১০৬,৫৯০,০০০	১২৯২	১১,৫০০,০০০	৯৪৬৬	১১৮,০৯০,০০০
৩	১১-১২	৯৫৯১	১২৫,৩৪৩,০০০	৯৫৯	১৩,৬০০,০০০	১০৫৫০	১৩৮,৯৪৩,০০০
৪	১২-১৩	১০৩৮০	১৫৮,৮৬৫,০০০	২২৬১	৩১,২০০,০০০	১২৬৪১	১৯০,০৬৫,০০০
৫	১৩-১৪	৬৫৩৫	১২৬,৮২৭,০০০	১০৪৬	২১,৬২০,০০০	৭৫৮১	১৪৮,৪৪৭,০০০
৬	১৪-১৫	৮৭২০	১৭৯,৯৩১,০০০	১৮৫৭	৫২,১৬০,০০০	১০৫৭৭	২৩২,০৯১,০০০
৭	১৫-১৬	৮২৬৮	১৬৮,১১০,০০০	২২১৫	৪৪,৯১০,০০০	১০৪৮৩	২১৩,০২০,০০০
৮	১৬-১৭	৮১৬০	১৬৮,৭৮০,০০০	২১৪৯	৩৯,২৪০,০০০	১০৩০৯	২০৮,০২০,০০০
৯	১৭-১৮	৮০১১	১৭৯,৯৯০,০০০	২৩২১	৪১,৮৮৫,০০০	১০৩৩২	২২১,৮৭৫,০০০
১০	১৮-১৯	৭২৩৪	২১১,৭১৫,০০০	১৯৫৫	৪০,৩৫০,০০০	৯১৮৯	২৫২,০৬৫,০০০
১১	১৯-২০	৭৫৬৬	২৩৭,৮২০,০০০	২২৩১	৪৫,৮০০,০০০	৯৭৯৭	২৮৩,৬২০,০০০
১২	২০-২১	৮৭৮৬	২৮৫,৭০০,০০০	২৫৯৭	৪২,৫০০,০০০	১১৩৮৩	৩২৮,২০০,০০০
১৩	২১-২২	৭৪৩১	৩১৬,৮২৯,০০০	৩৮৬৬	৪২,৪১০,০০০	১১২৯৭	৩৫৯,২৩৯,০০০
১৪	২২-২৩	৫৪৫৮	৩১৩,৬৬৮,০০০	২৬২৬	৪৫,৭৬৫,০০০	৮০৮৪	৩৫৯,৪৩৩,০০০
মোট		১১২৯৯১	২,৬৬৪,১৬৩,০০০	২৮৫২৫	৪৮১,৯৪০,০০০	১৪১৫১৬	৩,১৪৬,১০৩,০০০

১.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত হজ সংক্রান্ত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হজযাত্রিদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের হাজীগণ যাতে সমুদ্রপথে স্বল্প ব্যয়ে হজ করতে পারেন এজন্য তিনি 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। এই 'হিজবুল বাহার' জাহাজযোগে বাংলাদেশের হাজীগণ অল্প খরচে পবিত্র হজব্রত পালন করতেন।

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদার করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সামাজিক বন্ধন রচনায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে যে অগ্রগতি এ দেশে সাধিত হয়েছে তা সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

হজ ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হওয়ায় তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াস্সাসা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ ব্যবস্থাপনায় যেসব কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত ১৫ বছরে মোট ১৩,৯০,৬৩৫ জন হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালন করেছেন। ২০২৩ সনের হজযাত্রির সংখ্যা ১,২২,৫৫৮।
- ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতে হজ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সকলের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রায় ১০,০০০(দশ হাজার) ইউজার উহা ব্যবহার করছে।
- বাংলাদেশী হজযাত্রিদের মিনা-আরাফা মুজদালিফা পরিচিতি ও চলাচলের সুবিধার্থে বাংলা ম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোবাইল অ্যাপ হজ গাইড হিসেবে কাজ করছে।
- হজযাত্রী/হজএজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হজ সংক্রান্ত সেবাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৭, হজ প্যাকেজ-২০১৭, হজগাইড বাছাই ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৭, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজএজেন্সির মোনাজ্জেম নির্বাচন ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৭, প্রত্যেক হজযাত্রির জন্য জরুরি অনুসরণী বিষয়সমূহ-২০১৭ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
- ওয়েব বেইজড হজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হজযাত্রী /এজেন্সী যে কোন জায়গা হতে দ্রুত সময়ের মধ্যে হজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রাপ্ত হচ্ছেন।
- রাজকীয় সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬ সাল হতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু করেছে;
- ১১ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রাক-নিবন্ধন ব্যবস্থা অনুমোদনের ২ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম প্রস্তুত ও তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে:
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-কে ই-হজ ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় করা হয়েছে;
- সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রির কার্যালয় ও অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রিদের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি/হোটেল ভাড়াকরণের লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- হজযাত্রী তথা সর্বসাধারণের জন্য কলসেন্টার স্থাপন এবং মোবাইল ফোনে সম্মানিত হজযাত্রিগণকে নিয়মিত তথ্য প্রদান;
- দেশব্যাপী সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের শতাধিক শাখাকে সম্পৃক্ত করে ফি জমা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাংক কর্মকর্তা, জেলার প্রতিনিধি, অনুমোদিত সকল এজেন্সিকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অনলাইনে হজযাত্রিদের আবেদন গ্রহণ ও আবেদনের তথ্যাবলির ভিত্তিতে ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- আই.টি সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ অফিসসহ সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রাণালয়ের জেদ্দা, সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসের মাধ্যমে লক্ষাধিক হজযাত্রির হজ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান ই-হজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে হজযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অনুকূলে প্রদেয় সেবার মান প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।
- হজযাত্রিদের বছরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন চালু, সুপেয় পানি/গভীর নলকূপ স্থাপন, হজযাত্রিদের সুবিধার্থে ৪টি লিফট স্থাপন, হজ অফিস-ঢাকার রাস্তাঘাট মেরামত, বড় স্ক্রিন স্থাপনসহ হজযাত্রিদের জন্য নতুন ম্যাট্রেস সরবরাহ।

২০০৯ - ২০২৩ সাল পর্যন্ত হজযাত্রির তথ্য

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে অর্থাৎ ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত ১৫ বছরে মোট ১৩,৯০,৬৩৫ জন হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালন করেছেন। ২০২৩ সনের হজযাত্রির সংখ্যা ১,২২,৫৫৮। বছর ভিত্তিক হজযাত্রির তথ্য-

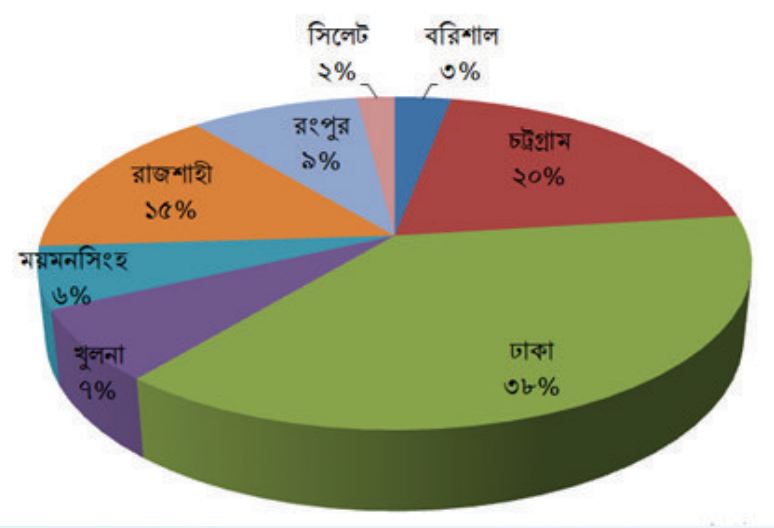

বিভাগ অনুযায়ী হজযাত্রী (২০২৩)

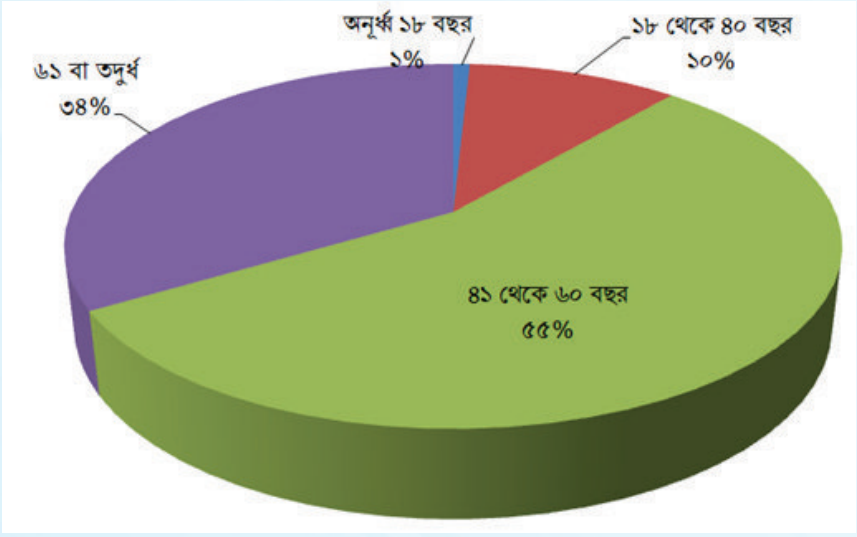

বয়সভিত্তিক হজযাত্রী (২০২৩)

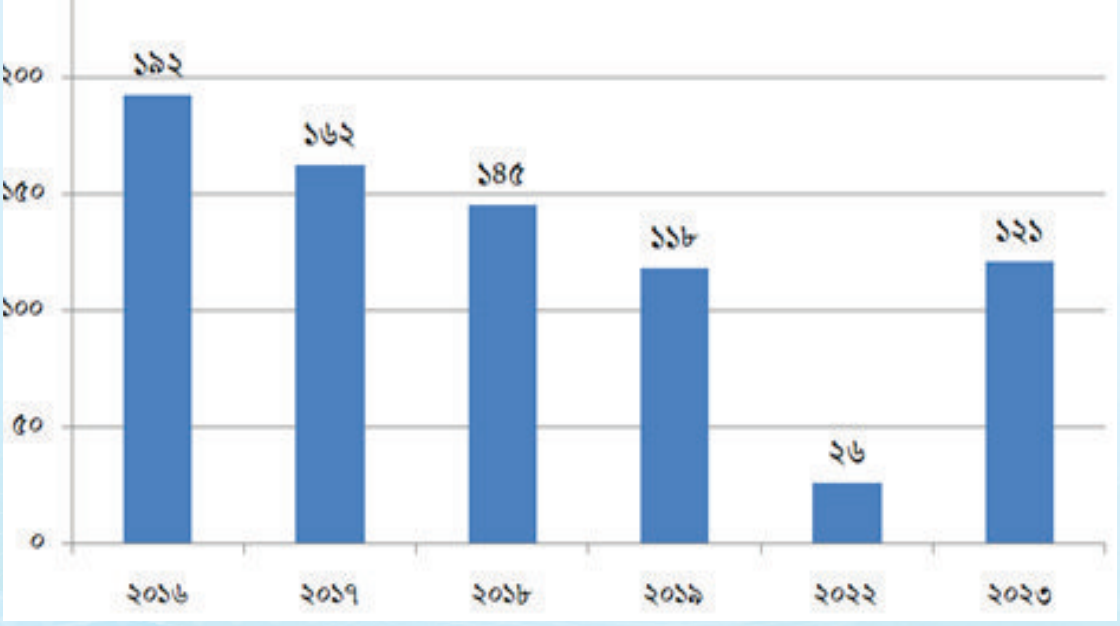

মৃত হজযাত্রীর বছরভিত্তিক তুলনা

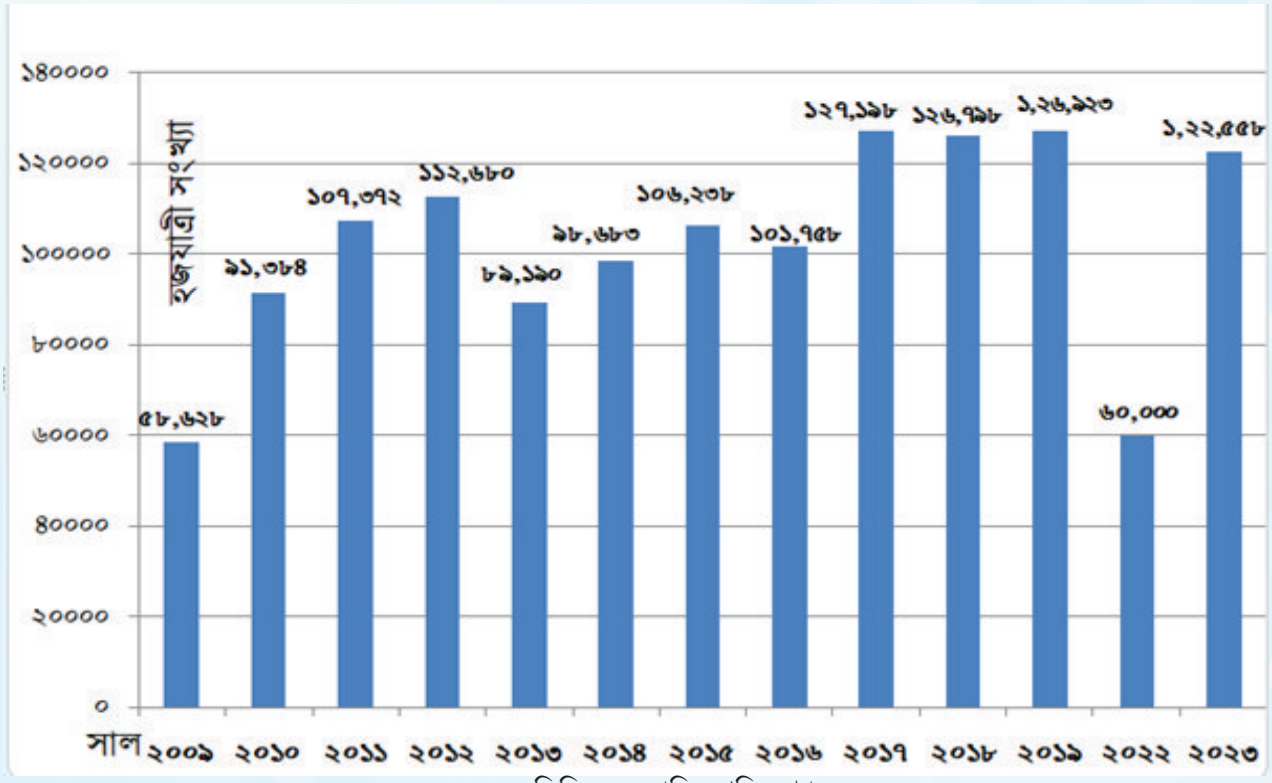

বছরভিত্তিক হজযাত্রির পরিসংখ্যান

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

(১) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ প্রণয়ন
(২) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন
(৩) আশকোনা হজক্যাম্প হজযাত্রিদের জন্য উপযোগীকরণ
(৪) ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৫) ২০২৩ সালের হজ প্যাকেজ ঘোষণা
(৬) ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ
(৭) মৌসুমী সহকারী হজ অফিসার নিয়োগ ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৮) হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন দল গঠন ও সৌদি আরবে প্রেরণ
(৯) হজ অফিসে সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের অস্থায়ী অফিস স্থাপন

বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি

(১) সোনালী ব্যাংক এর সাথে এপিএ এর মাধ্যমে চালান ভেরিফিকেশনের লক্ষ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন
(২) নির্বাচন কমিশন (NID) সার্ভারের সাথে আন্তসংযোগ স্থাপন
(৩) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর সার্ভারের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপন
(৪) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সার্ভারের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপন
(৫) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ (সুরক্ষা এ্যাপস) এর সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপন
(৬) আইটি প্রতিষ্ঠান বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদন।

হজ অফিস, ঢাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন

হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হজ ক্যাম্পের সাততলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। আধুনিক মানের ৫০০ আসন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হল রুম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। হজযাত্রিদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরিগুলোতে এসির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মশার উপদ্রব থেকে হজযাত্রিদের নিরাপদ রাখার জন্য প্রতিটি ডরমেটরিতে উন্নতমানের মশকিটো কেচার সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া হজযাত্রী পরিবহণের লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:, সাউদিয়া এয়ারলাইন্স লি: এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্সের ইমিগ্রেশন কাউন্টারের মান ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন,২০২১

দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এর মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল । পরবর্তীতে হজ ব্যবস্থাপনাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিগত সময়ের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক হজ ব্যবস্থাপনাকে ত্রুটিমুক্ত করে হাজিদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজ পালন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ ও ওমরাহ এজেন্সিসমূহের এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে সকল প্রক্রিয়া গ্রহণ করে গত ২৪.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখে গেজেট আকারে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১ প্রকাশ করা হয়; যা ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হয়েছে।

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২

প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ ও ওমরাহ এজেন্সিসমূহের এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১ প্রকাশ করা হয়; তারই ধারাবাহিকতায় ০৪.০৭.২০২২ খ্রি. তারিখে গেজেট আকারে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমন করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশী হজযাত্রিদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রিরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্য গমন করতে পারেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রিদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রুট-টু-মক্কা ইনিশিয়েটিভ (Route to Makkah Initiative-RTM)

এই কর্মসূচির আওতায় হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হয়ে সৌদি আরব গমনেচ্ছু হজযাত্রিদের Pre-Arrival Immigration ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে সৌদি আরবের একটি টিম কাজ করছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে পরিচালিত সকল ফ্লাইটকে শতভাগ রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় আনা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দা ও মদিনার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও হজযাত্রিদের লাগেজ সরাসরি হজযাত্রির মক্কাস্থ হোটেলে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রিদের বিমানবন্দরে পৌঁছে ৭-৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাঘব হয়েছে।

হজ-২০২০ ও ২০২১

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে অন্যান্য দেশ হতে কোন হজযাত্রী পবিত্র হজ পালন করতে সৌদি আরব গমন করতে পারেননি। তবে সৌদি আরবে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের নাগরিক এবং সৌদি আরবের নাগরিকদের অংশগ্রহণে সীমিত পরিসরে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ ও ২০২১ সালে বাংলাদেশ হতে কোন হজযাত্রী সৌদি আরব গমণ করেননি। যেসব সম্মানিত হজযাত্রী ইতোমধ্যে হজে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের প্রদত্ত অর্থ নিজ বা ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রিরেজিস্ট্রেশন প্লাটফর্ম এর আওতায় রেজিস্ট্রেশন রিফান্ড সিস্টেম নামক একটি মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তাঁদের অর্থ নিজ নিজ ব্যাংকে বিনা কর্তনে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। যা বর্তমানেও চালু রয়েছে।

করোনা পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এজেন্সিসমূহকে কর্জে হাসানা প্রদান

মহামারী করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনার অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় নয়শতাধিক হজ ও ওমরাহ এজেন্সিকে কর্জে হাসানা (ফেরতযোগ্য) হিসেবে এজেন্সির মোট জামানত ২০ লক্ষ টাকার ৫০% অর্থাৎ ১০লক্ষ টাকা করে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

হজ ব্যবস্থাপনায় যে গুণগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশিয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মোয়াচ্ছাছা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সালে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি দেয়। হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজিদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনা আরো সুশংহত হয়েছে। ফলে হজযাত্রির সংখ্যা বহুগণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটটি হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় হজ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলি অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে হজযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজযাত্রির তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মোয়াচ্ছাছা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে BOT (Build Operate & Transfer) পদ্ধতিতে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হচ্ছে:

- হজযাত্রী ও হজ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ অফিস, সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান।
- ঢাকা হজ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ওয়েব-বেইজড হজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার।
- অনলাইনে হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি এবং সংরক্ষণ।
- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট সফটওয়্যার,বারকোড ট্র্যাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরি ও ব্যবহার।
- হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ এজেন্সিসমূহকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজযাত্রিদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ।
- সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের সকল হজযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে বিমান যাত্রার তারিখ সম্পার্কিত তথ্য, মোয়াল্লেম নম্বর, সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সৌদি আরবে আবাসনের তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজযাত্রিদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিনা ও মিনার ম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক হাজিদের মধ্যে সরবরাহ।
- মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজযাত্রিদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান।
- হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও ভিডিও চিত্র ধারণ ও প্রচার।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS (Management Information System) রিপোর্ট তৈরি এবং হজযাত্রিদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান।

- ঢাকা ও জেদ্দা বিমানবন্দরের হাজিদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- ডাটাবেইজ মার্জ ও ফটোসার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজযাত্রী, মোয়াল্লেম, এজেন্সি/আবাসন সংক্রান্ত তথ্য কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজযাত্রীকে সরবরাহ।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোন হজযাত্রির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।
- বছরব্যাপী হজযাত্রির প্রাক-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনা করা। হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় সম্পন্ন করা যায়।
- প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম বছরব্যাপী চলমান থাকায় হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন এবং প্রাক-নিবন্ধনের পরে প্রথম বছরে হজে গমন না করলে পরবর্তী বছরে হজে গমনের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হন।

হজ ব্যবস্থাপনায় ২০২৩ সনের কার্যক্রমসমূহ

(১) বছরব্যাপী সার্বক্ষণিক প্রি-রেজিস্ট্রেশন সেবা চালু
(২) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রির জন্য বাড়ি ভাড়া সম্পন্নকরণ
(৩) রুট টু মক্কা কর্মসূচির অধীনে ডেডিকেটেড ফ্লাইটের হজযাত্রিদের সৌদি ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্নকরণ
(৪) ডেডিকেটেড ফ্লাইটের হজযাত্রিদের লাগেজ সরাসরি তাঁদের হোটেলে পৌঁছানো
(৫) হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়
(৬) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পবিত্র হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় হজ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান
(৭) এয়ারলাইন্সের টিকেট বিক্রয় মনিটরিং ব্যবস্থাপনা চালু করা
(৮) এসএমএসের মাধ্যমে হজযাত্রিদের সকল তথ্য অবহিত করা
(৯) হজ ভিসার জন্য সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পাসপোর্ট ও IBAN এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ এবং ভিসা ইস্যু কার্যক্রম মনিটরিং
(১০) প্রতিদিন হজ ফ্লাইট ডিপারচার ও এরাইভাল মনিটরিং এবং ইমিগ্রেশন তথ্য অনলাইনে আপলোড করা
(১১) হজযাত্রির ভিসার জন্য এজেন্সির IBAN এ টাকা প্রেরণের তথ্য মনিটরিং
(১২) প্রতিটি জেলায় হজযাত্রী প্রশিক্ষণের জন্য ToT তৈরি। ToT এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সকল হজযাত্রিদের প্রশিক্ষণ প্রদান
(১৩) হজযাত্রিদের প্রশিক্ষণের জন্য Audiovisual মডিউল তৈরি
(১৪) দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অভিযুক্ত এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

২০২২-২৩ অর্থবছরে হজ বিষয়ক উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণসমূহ

প্রাক-নিবন্ধন সেবা সহজিকরণ : e-Hajj BD অ্যাপস এর মাধ্যমে হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির নিজ কর্তৃক হজের প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্নকরণ

ই-হজ ব্যবস্থাপনা (উদ্ভাবনে রূপান্তর)-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাকে হজযাত্রিদের দোরগোঁড়ায় এবং হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে ইতোমধ্যে "e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপ" চালু করা হয়েছে, যা হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্যভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এর পাশাপাশি একটি ইন্ট্রিগ্রেটেড প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে; যেমন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, বিভিন্ন ধরনের আবেদন, রিফান্ড সেবা ইত্যাদি।

ই-হজ মোবাইল অ্যাপ চালুকরণের প্রথম ফিচার হিসেবে সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধনের পাশাপাশি নিবন্ধন সেবা যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে একজন সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন নিজে নিজেই সম্পন্ন করতে পারবেন এবং বেসরকারি মাধ্যমের অনুমোদিত হজ এজেন্সির বিভিন্ন তথ্য দেখতে পারবেন।

এই অ্যাপ্লিকেশনে ই-হজ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ফিচার পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা হবে, ফলে হজ সেবা হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির হাতের মুঠোয় চলে আসবে যা উদ্ভাবনে রূপান্তরে সরকারের সাফল্যকে আরো নিগূঢ় করবে। হজযাত্রিদের হাতের মুঠোয় হজ সেবা প্রাপ্তির ফলে হজযাত্রা সহজ ও সুন্দর হবে। e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপটি ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনায় হজ সেবার সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, যা হবে এক অনন্য মাইলফলক।

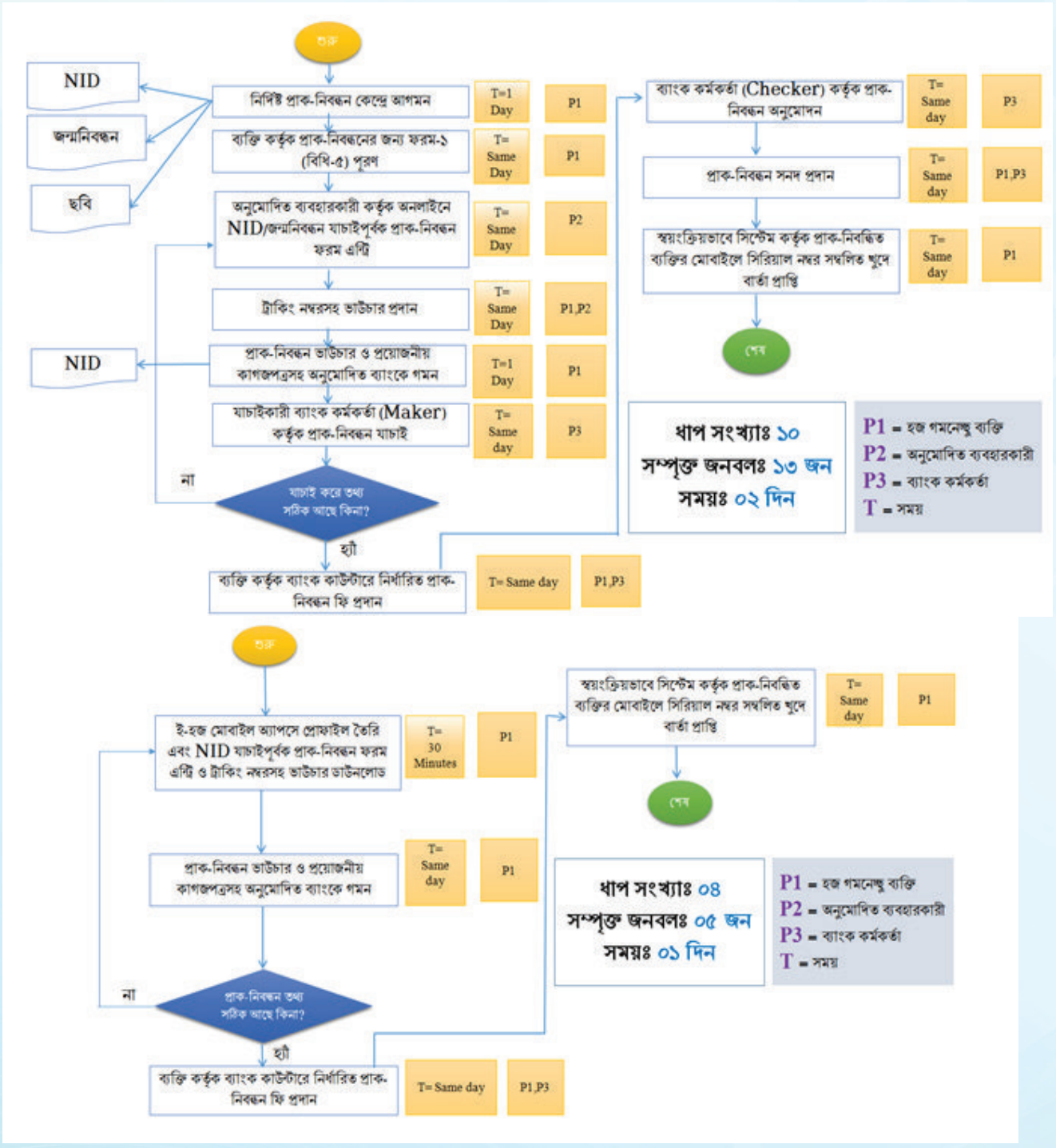

পূর্বের পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

সেবার মান-উন্নয়নে কার্যক্রম

হজ ব্যবস্থাপনার সেবার মান উন্নয়নে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এবং তার অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	সেবার নাম	সহজিকরণের বিবরণ
১.	হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন	হজে গমনের প্রথম পদক্ষেপ হল প্রাক-নিবন্ধন। হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration) এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়। https://prp.pilgrimdb.org/
২.	হজযাত্রিদের নিবন্ধন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ প্যাকেজ ঘোষণার পরে ঐ বছরের হজে যাবার নির্ধারিত ক্রমিক/সিরিয়ালের মধ্যে থাকলে প্যাকেজ অনুযায়ী ব্যাংকে টাকা জমা প্রদান এবং পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়। হজযাত্রী ব্যাংক থেকে নিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করেন এবং মোবাইলে নিবন্ধিত হবার একটি SMS পান। https://prp.pilgrimdb.org/
৩.	হজ গাইড মোবাইল App (Android Ges iOS)	মোবাইল অ্যাপসটি থেকে ম্যানেজমেন্ট ইউজার বিভিন্ন তথ্য যেমন প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য, ভিসার তথ্য ইত্যাদি হালনাগাদ সারসংক্ষেপ তথ্য দেখতে পারেন। অ্যাপসটি Google Play Store এবং App Store থেকে ডাউনলোড করা যাবে। https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.pilgrimguide&hl=en&gl=US
৪.	তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক কল সেন্টার ও হেল্প ডেস্ক	হজ বিষয়ক কল সেন্টার ০৯৬০২৬৬৬৭০৭ হজ বিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও হজ অফিস ঢাকা (আশকোনা) তে হজ সংক্রান্ত হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত হেল্প ডেস্কে হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য থেকে শুরু করে হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। হজ বিষয়ক কল সেন্টার চালুর ফলে দেশের লক্ষাধিক হাজযাত্রী ছাড়াও দেশে-বিদেশের যে কেউ হজ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের সর্বশেষ তথ্যাদি পাচ্ছেন।
৫.	হজযাত্রিদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ হজযাত্রিদের SMS প্রদান	প্রতি বছর হজ মৌসুমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে হজপূর্ব SMS প্রেরণ করে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, পিআইডি, প্রশিক্ষণ, টিকা, ফ্লাইট, ভিসা সংক্রান্ত অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ তাদেরকে অবহিত করা হয়।
৬.	তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক সেবা (সৌদি আরব)	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়। উক্ত হেল্প ডেস্কে হজযাত্রিদের হারানো হাজি, হারানো লাগেজ, ফ্লাইট, পরিবহন সংক্রান্ত তথ্য এবং হজ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। এছাড়াও মিনাতে তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়।
৭.	কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে সরকারি হজযাত্রিদের রিপোর্টিং সেবা	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রিগণ হজ ফ্লাইটের কয়েকদিন পূর্বে হজ অফিস ঢাকায় কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে রিপোর্ট করেন এবং যাবতীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন। এর ফলে যে সকল হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট করেননি তাদেরকে অতি দ্রুত অনুসন্ধান করা সহজ হয় এবং রিপোর্টিং করার জন্য অবহিত করা হয়।
৮.	হজযাত্রিদের স্বাস্থ্য সেবায় ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল	হজযাত্রিরা তাদের মেডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য ফরম অনলাইন থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। হজযাত্রী প্রিন্টকৃত হেলথ প্রোফাইল প্রিন্ট করে অনুমোদিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ইউজার (ডাক্তার/ নার্স/ স্বাস্থ কর্মী) সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যাচাই করে তা এন্ট্রি করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইউজার ফরমের তথ্য নিশ্চিত করার পরই হজযাত্রিদের ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল এর ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র তৈরি হয় এবং প্রিন্ট করা যায়। https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search? q=N (N=হজযাত্রির ট্র্যাকিং নম্বর)

ক্রম	সেবার নাম	সহজিকরণের বিবরণ
৯.	সৌদি আরবে অসুস্থ হজযাত্রিদের চিকিৎসা সেবায় Kiosk মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা প্রদান	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় একজন হজযাত্রী Kiosk মেশিনে পিআইডি প্রদানের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল সম্বলিত স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রিন্ট হচ্ছে।
১০.	হজযাত্রিদের চিকিৎসা সেবায় কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	লক্ষাধিক হজযাত্রির চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল ও দ্রুত করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত হজযাত্রিদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয় না। যা হজযাত্রিদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবা দ্রুত দেয়া সম্ভব হচ্ছে।
১১.	হজযাত্রিদের অনুকূলে Details Information Letter প্রদান	সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রিদের অনুকূলে Details Information Letter সরাসরি হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম হতে প্রিন্ট করে প্রেরণ/প্রদান করা হয়ে থাকে।
১২.	প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন	২০১৯ সালে সর্বপ্রথম Route to Makkah এর আওতায় সৌদি আরবের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়। যার মাধ্যমে বাংলাদেশী হজযাত্রিদের পূর্বে যেখানে ৭-৮ ঘণ্টা জেদ্দা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে উল্লিখিত সিস্টেমের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সৌদি পর্বের ইমিগ্রেশন দেশে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এ সেবা ভবিষ্যতেও চালু রাখা হবে।
১৩.	হজযাত্রিদের আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা এবং গাইডের তথ্য	হজ বিষয়ক পোর্টাল (www.hajj.gov.bd) থেকে একজন হজযাত্রী ট্রাকিং নম্বর প্রদানের মাধ্যমে আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা এবং গাইড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন।
১৪.	হজযাত্রিদের GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে তাবু খুঁজে বের করা	হজ গাইড মোবাইল App এ প্রতিবছর মিনা, আরাফার তাবুর হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হয়। এর ফলে একজন হজযাত্রী খুব সহজেই তার কাংক্ষিত তাবু GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পারেন।
১৫.	হারনো হজযাত্রী ও হজযাত্রিদের হারনো লাগেজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় হেল্প ডেস্ক হজ মৌসুমে হজযাত্রী হারিয়ে গেলে তার তথ্য অনুসন্ধান করেন এবং হজযাত্রীকে কাংক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেন। একইভাবে হারনো লাগেজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৬.	হজযাত্রিদের প্রাক্-নিবন্ধন রিফান্ড সংক্রান্ত অনলাইন সেবা	সরকারি মাধ্যমে একজন প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ব্যাংক কর্তৃক যাচাই পূর্বক Disbursement সম্পন্ন করে ইউঋএঘ এর মাধ্যমে হজযাত্রির ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে। https://hajj.gov.bd/bn/application-of-govt-pilgrim-pre-registration-refund/
১৭.	হজ এজেন্সির ই-প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	হজ এজেন্সির ই-প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে সকল এজেন্সির যাবতীয় তথ্য হালনাগাদ থাকবে পাশাপাশি এজেন্সির বিগত বছরের বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে।
১৮.	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রিদের অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন আবেদন হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি	সরকারি মাধ্যমে হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন আবেদন আবেদন করতে পারবেন। https://prp.pilgrimdb.org/pilgrim-reg-request/create
১৯.	তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration)	হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা (এনআইডি তথ্য) প্রদানে নির্বাচন কমিশনের সাথে আন্তঃসংযোগ (Integration) এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করার মাধ্যমে হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা সহজ হয়েছে।
২০.	পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে আন্তসংযোগ (Integration) স্থাপন	হজযাত্রিদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং ভিসা প্রক্রিয়ায় জটিলতা নিরসনে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে আন্তসংযোগ (Integration) স্থাপন করা হয়েছে ।
২১.	হজযাত্রিদের তথ্য সেবায় ডিসপ্লে মনিটর/ডিসপ্লে কিওস্ক	হজযাত্রিদের তথ্য সেবা ও হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে হজ অফিস, ঢাকায় ডিসপ্লে/মনিটর ডিসপ্লে কিওস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
২২.	হজ নির্দেশিকা সম্বলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি (প্রশিক্ষণ মডিউল)	হজযাত্রিদের জন্য হজ নির্দেশিকা, করণীয় ও বর্জনীয় ইত্যাদি সংবলিত ভিডিও ডকুমেন্টারি (প্রশিক্ষণ মডিউল) চালু করার কারণে হজযাত্রিদের হজে গমনের পূর্বে এখন ঘরে বসেই প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন। https://hajj.gov.bd/bn/hajj-training-2019/

ভবিষ্যতে সেবার মান-উন্নয়নে কার্যক্রম

যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক পুরণকৃত তথ্য অনুমোদন এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ। এক্ষেত্রে নিম্নের উদ্যোগগুলো নেয়া হবে:

ক্রম	সেবার নাম	সহজিকরণের বিবরণ
১.	সরকারি/বেসরকারি হজযাত্রিদের প্রি-রেজিস্ট্রেশনে জমাকৃত অর্থ অনলাইনে ফেরত প্রদান সংক্রান্ত;	সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রিদের অনলাইনে রিফান্ড প্রদান পদ্ধতির ন্যায় বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রিদের প্রি-রেজিস্ট্রেশন রিফান্ড অনলাইনে পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ। বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রিদের প্রি-রেজিস্ট্রেশনের অর্থ অনলাইনে ফেরত প্রদান করলে এজেন্সী এবং হজে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ উপকৃত হবেন।
২.	প্রি-রেজিস্ট্রেশনের অর্থ জমা প্রদান সংক্রান্ত;	হজযাত্রিদের প্রি-রেজিস্ট্রেশনের অর্থ প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ (ক) ব্যাংকে সরাসরি জমাদান (খ) ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জমাদান (গ) Mobile Financial Services (MFS) এর মাধ্যমে জমাদানের পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। এতে করে হজে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ উপকৃত হবেন।

১.৫ বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণিত আইনসমূহ

১. ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও বিক্রয় বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩;
২. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
৩. বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
৪. খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
৫. হজ ও ওমারাহ্ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১;
৬. যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ এবং
৭. চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন, ২০২৩;

১.৬ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম

১.৬.০ প্রকল্পের পটভূমি এবং অন্যান্য তথ্য

বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠির মানুষের সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময় এক শান্তি প্রিয় দেশ। দেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন, বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে প্রতিপালনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের মানুষ ধর্মভীরু বা ধর্মের প্রতি সংবেদনশীল। জনগণের ধর্মের প্রতি এই আবেগ-অনুভূতিকে ব্যবহার করে দেশি-বিদেশী অপশক্তির মদদে গোষ্ঠীবিশেষ দেশকে নিয়ে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিপথে পরিচালিত করছে, যা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কারের পরিপন্থী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্ম নিরপেক্ষতার মহান আদর্শের আলোকে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সময়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি উন্নততর হয়েছে মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সেবার মান। তারই ধারাবাহিকতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যাবস্থাপনাতে স্বয়ংক্রিয়তার ছোঁয়া লেগেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এছাড়া, ধর্মীয় উপাসনালয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যাবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থাকে আধুনিকীকরণসহ সারা দেশে ধর্মীয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা ও মেরামতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের দর্শন এবং তাঁর নিজ স্লোগান-'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় সচেতনতামূলক সমাজ গঠন এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.৬.১ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার প্রতিরোধ;
- দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা তৈরি;
- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্বল এবং সামাজিক বৈষম্য নিরসন করা;
- প্রতিটি ধর্মের রীতিনীতির আলোকে সকলকে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সম্প্রীতি সৃষ্টি করা;
- দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সচিত্রে তুলে ধরা; যেমনঃ হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের উন্নয়নের ভূমিকা এবং সর্বোপরি জনগণের সামাজিক ও ধার্মিক উন্নয়নের সচিত্র তুলে ধরা;
- বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট ডেভলপমেন্টের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সহজেই ধর্মীয় অনুশাসনগুলো উপস্থাপন করা এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে সহজেই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ধর্মীয় তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়া।

1.6.2 Project Implementation Period:

Implementation Period as per PP		Actual Implementation period	Time Over -run (% of original implementation period)	Remarks
Original	Latest Revised			
01/07/2018-30/06/2020	01/07/2018 - 30/06/2022	01/07/2018-30/06/2023	250%	

1.6.3 Cost of the Project

(In lakh Taka)

Description	Estimated Cost		Actual expenditure	Cost over -run (% of original cost)	Remarks
	Original	Latest revised			
TOTAL	4678.00	4995.60	3997.75	N/A	No cost over -run happens rather, 19.97% cost is saved.
TAKA	4678.00	4995.60	3997.75	N/A	
PA	----	-----	---	----	

১.৬.৪ প্রকল্পের কার্যাবলি

ক) প্রচার ও বিজ্ঞাপণ (রেডিও, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লোকাল ক্যাবল অপারেটর, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্যানার, ভিডিও এড, এসএমএস, আইভিআর):

খ) কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট (লেখা, প্রামাণ্যচিত্র, প্রতিবেদন, টকশো);

গ) সফটওয়্যার ও এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট (ধর্ম বিষয়ক এন্ড্রয়েড ও আইওএস অ্যাপস);

ঘ) সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট (ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটার);

জ) প্রশিক্ষণ;

ঝ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ;

1.6.5 Procurement of Consultancy Services

Description of procurement (goods/works /consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/B id/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
	As per PP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ L.C opening date	As per contract	Actual
Consultancy: Media (বাংলাঢোল)	25.67	20.95		21-07-2022	30-06-2023	30-06-2023
Consultancy: ICT (অ্যাডিসফ্ট)	11.34	8.84		21-07-2022	30-06-2023	30-06-2023

1.6.6 Component-wise Progress (As per latest approved PP)

(In lakh Taka)

Items of work (As per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Stakeholders with Quantity
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
Religious Harmony and Awareness Raising Seminar/Conference	**Number**	**289.60**	**64**	**253.21**	**63**	বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবশালী ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ (প্রায় ৮০০০জন)
Religious Harmony and Awareness Raising Training	**Number**	**419.00**	**64**	**299.67**	**64**	বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবশালী ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ (প্রায় ৬৫০০জন)

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে মুজিব কর্নারের উদ্বোধন

হজ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ধর্মীয় সম্প্রতি ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

প্রশিক্ষণ/সেমিনার সামগ্রী: পোস্টার, সনদপত্র, ব্যাগ, স্টিকার, প্যাড, কলম ও ফোল্ডার

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে

হজ ও ওমারাহ্ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা-২০২৩

১৫ আগস্ট-জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা

২.০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

২.০.০ বিগত ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সরকারের প্রতিশ্রুত কার্যক্রম ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের হালনাগাদ অবস্থান

২.০.০.০ প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ স্থাপনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে ন্যস্ত করেন। ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ সালে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বে এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারেও প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ছিল। গত ০৮-০২-২০১৫খ্রি. তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে গত ২৫-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৯০৬২.৪১ কোটি টাকা (নয় হাজার বাষট্রি কোটি একচল্লিশ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে মোট ৮৭২২.০০ কোটি টাকা (আট হাজার সাতশত বাইশ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধিত হিসেবে অনুমোদিত হয়; যার মেয়াদ শেষ হওয়ায় গত ৩০-১২-২০২১ খ্রি. তারিখ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩০-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। গত ০৭-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে মোট ৯৪৩৫.০০ কোটি টাকা (নয় হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৭ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২য় সংশোধিত হিসেবে অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে নবগঠিত চারটি উপজেলাকে এর আওতাভুক্ত করা হয়।

গত ০৫-০৪-২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৯টি স্থানে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রতিটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ৪৩ শতাংশ জায়গার উপর তিনটি প্রটোটাইপ ডিজাইনে নির্মিত হচ্ছে। এ-ক্যাটাগরিতে ৬৪ টি জেলা শহর ও ৩টি সিটি করপোরেশনে ৫টি সহ মোট ৬৯টি ৪তলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। বি-ক্যাটাগরিতে উপজেলা পর্যায়ে ৪৭৯টি ৩ তলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। সি-ক্যাটাগরিতে উপকূলীয় এলাকায় ১৬ টি ৪তলা বিশিষ্ট (নিচ তলা ফাঁকা রেখে) মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। মসজিদগুলোতে নারী, পুরুষ ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক অযু ও নামায ঘর, ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হিফজখানা, গণশিক্ষা কেন্দ্র, গবেষণা কেন্দ্র, পাঠাগার, মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা, জানাযার ব্যবস্থা, অটিজম কর্নার, ই-কর্নার, বই বিক্রয় কেন্দ্র, অতিথিশালা, বিদেশী পর্যটকদের আবাসন ও গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকবে।

মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্দেশ্য

- বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৫ এর ১১ (ক) ধারা বলে দেশব্যাপী মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিনির্মাণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবিত মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কনসেপ্ট-এর আলোকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ;
- সন্ত্রাস ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নীতি নির্ধারণী বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
- মুসল্লীদের জন্য নামাজ, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দ্বীনি দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করা;

- লাইব্রেরি, গবেষণা ও দাওয়াহ কার্যক্রম;
- পবিত্র কোরআন পঠন ও তাহফিজ;
- শিশুশিক্ষা;
- নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক অজু ও নামাজের স্থান;
- অতিথিশালা/বিদেশী পর্যটকদের আবাসন;
- মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা;
- হজযাত্রী ও ইমাম প্রশিক্ষণ;

সর্বোপরি ইসলামিক জীবন ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসার।

মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা

- জেলা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ;
- ২০,০৩,৯০৬ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৫৬৪টি ভবন নির্মাণ (এ-টাইপ ৬৯টি জেলা/সিটি কর্পোরেশন মডেল মসজিদ ২,৮৫,৫৫২ ব.মি.; বি-টাইপ ৪৭৯টি উপজেলা মডেল মসজিদ ১৬,৫৭,৩৪০ ব.মি. এবং সি-টাইপ ১৬টি উপকূলীয় উপজেলা মডেল মসজিদ ৬১,০১৪ ব.মি.);
- ৪,৪৩,৬৪০ জন পুরুষ এবং ৩১,৮০০ জন মহিলার নামাজ পড়ার সুবিধা সৃষ্টি;
- পবিত্র কোরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত ৩৪,২০০ জন পাঠকের জন্য লাইব্রেরিতে পাঠ সুবিধা সৃষ্টি;
- প্রতিদিন ৬,৮৫০ জন গবেষকের গবেষণা করার সুবিধা সৃষ্টি;
- দৈনিক ৫৬,৪০০ জন মুসল্লির দ্বীনি দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধাদি সৃষ্টি;
- প্রতিবছর ১৪,১০০ জন শিক্ষার্থীর কোরআন হিফজ করার সুবিধাদি সৃষ্টি;
- প্রতিবছর ১৬,৯২০ জন শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা;
- ২,২৫৬ জন অতিথির আবাসনের সুবিধা সৃষ্টি;
- প্রতিবছর বাংলাদেশের মোট হজ যাত্রীর ৫০% এর ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করার সুবিধাদি সৃষ্টি;
- মসজিদের খতিব ও ইমামগণের মাধ্যমে প্রতিবছর সন্ত্রাস ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারের এতদসংশ্লিষ্ট নীতি জনগণকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে অবহিত করার জন্য ৬,৭৬৮টি খুতবা প্রদান;
- প্রতিটি মসজিদে মৃতদেহ গোসলের সুবিধা সৃষ্টি;

মডেল মসজিদ থেকে যে সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিস্তারিত বিবরণ

ক. প্রার্থনা কক্ষ : এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের প্রার্থনা কক্ষে দেশের মুসল্লীরা (পুরুষ ও নারী) নামায আদায় করতে পারবে। জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে আলোচনা, মুসলিম মনীষী স্মরণে আলোচনা ও ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ মাহফিল, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে আলোচনা, মাসব্যাপী মাহে রমযানে ধারাবাহিক তাফসীরুল কুরআন, দরসে বুখারী ও মাসআলা-মাসায়েল এবং তারাবীহতে পঠিতব্য আয়াতের সারাংশ আলোচনা, পবিত্র শবে বরাত ও পবিত্র শবে ক্বদর বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মসজিদের খতিব ও ইমামগণের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারের এতদসংশ্লিষ্ট নীতি জনগণকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে অবহিত করার জন্য খুতবা প্রদান করা হবে। সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নীতি নির্ধারণী বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের উপর আলোচনা করা হবে। ইসলামিক জীবন ও সংস্কৃতি সম্প্রারণের বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসার করা যাবে। এছাড়া, সমসাময়িক বিষয়ে এই মসজিদে বিভিন্ন আলোচনা করা হবে। আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক গঠনে এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে আগামী দিনের নাগরিক শিশু-কিশোরদের গড়ে তুলতে পারলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রাপ্তবয়স্ক জনগণকে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে নানারকম ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হবে।

খ. হিফজখানা : এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে হিফজখানা থাকবে। হিফজখানার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআন হেফজ করার সুবিধাদি পাবে। এতে করে দেশব্যাপী পবিত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং জাতি উপকৃত হবে।

গ. ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : দেশের সম্মানীত ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের পাশাপাশি যেমন- গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, প্রাণী ও পশুপালন ও মৎস্য চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, বৃক্ষরোপণ, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি, আদর্শ পরিবার গঠন, নারীর

অধিকার ও ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, নারী-শিশু পাচাররোধ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, মাদক ও জুয়ার কুফল, বাল্যবিবাহ, অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক ও মৌখিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ইমামদেরকে উপার্জনক্ষম এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রশিক্ষিত করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রশিক্ষিত ইমামগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজে যেমন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে অন্যদিকে দেশ ও জাতীয় পর্যায়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। দেশ হতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস দূরীকরণ, সমাজে শান্তি ও কৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইমামদেরকে প্রশিক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যাবে, এতে প্রশিক্ষিত ইমামগণ গ্রাম-গঞ্জে মসজিদের জুম্মায় খুতবার পূর্বে বয়ানের মাধ্যমে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

এছাড়াও মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি সম্মেলনকক্ষ থাকবে। এখানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের সুবিধা থাকবে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এটিকে ব্যবহার করে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠিকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বিশেষ করে বেকার যুবক ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, কুটির শিল্প বিভাগ, বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে সমন্বয় করে বেকার যুবক এবং কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, কুটির শিল্পে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা গেলে তারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবে এবং জাতীয় অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগপ্রবন এলাকা। এখানে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নি দুর্ঘটনা, সড়ক ও নৌপথ দুর্ঘটনা ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস মোকাবেলা সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করা যাবে। যা দুর্যোগ হ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠি ভাগ্য উন্নয়নের জন্য শ্রম দিয়ে থাকে। এ সব দেশে যাতে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠি যেতে পারে সে জন্য ভাষা শিক্ষাসহ চাহিদা অনুসারে যাবতীয় প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এখান থেকে করা যেতে পারে। এতে করে দক্ষ জনগোষ্ঠি বিদেশে পাঠিয়ে উচ্চ হারে আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঘ. গণশিক্ষা : আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক গঠনে এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে আগামী দিনের নাগরিক শিশু-কিশোরদের গড়ে তুলতে পারলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষা বিস্তারে প্রাক-প্রাথমিক এবং ঝরে পড়া (ড্রপ-আউট) কিশোর-কিশোরী ও অক্ষরজ্ঞানহীন বয়স্কদের জন্য গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করবে। মসজিদের গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হবে। দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও কোর্স সম্পন্নকারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাভোগী অধিকাংশই সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠি হবে।

ঙ. গবেষণা কেন্দ্র : এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, মাসআলা-মাসায়েল ও ইসলামী বিষয়সমূহের উপর গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হবে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্মের উপর গবেষণা কার্যক্রম করা হবে। দেশের বিজ্ঞ গবেষকদের মাধ্যমে শরীয়াভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি, ইসলামী দাওয়াত ও খুতবা সংক্রান্ত কার্যক্রম, ইসলামী আইন, আররি ভাষা কোর্স, তাখাসসুস কোর্স, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ক পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা কর হবে। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক বিষয়সহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করা হবে।

চ. পাঠাগার: পবিত্র কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত পাঠকের জন্য লাইব্রেরিতে পাঠ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ গ্রন্থসহ বিভিন্ন ছাপায় পবিত্র কুরআন শরীফ, তাফসীর গ্রন্থ, তাফসীর বিশ্বকোষ, হাদীসগ্রন্থ, আরবি ও উর্দু ভাষার বিভিন্ন বিশ্বকোষ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন, বিভিন্ন ভাষার অভিধান ও বিশ্বকোষ এবং শিশু সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক ও পুস্তিকার ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়াও দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক সাময়িকী দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা রাখা হবে।

ছ. মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা : প্রতিটি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মৃতদেহ গোসল করার জন্য ব্যবস্থা থাকবে। শহর অঞ্চলের বাড়িতে মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা দিন দিন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয়ভাবে এখানে মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা হওয়ায় শহর অঞ্চলের এ সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

জ. জানাযার ব্যবস্থা : মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে মৃত ব্যক্তির জানাযার ব্যবস্থা থাকবে। একই ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরাঞ্চলে জানাযার কাজটি সহজ হবে।

ঝ. অটিজম কর্নার : প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের অটিজম কর্নারের মাধ্যমে অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ইন্দ্রিয়গত সমস্যাদি নিরসন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে উন্নয়নের মূল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যাবে। এখানে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের কাউন্সেলিং করা যাবে। তাছাড়া, অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা যাবে।

ঞ. ই-কর্নার : এই মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে দেশের হজ যাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিবছর বাংলাদেশের হজ যাত্রীদের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করার সুবিধাদি সৃষ্টি করা হবে। যার ফলে হজ যাত্রীদের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কোন ধরনের হয়রানির স্বীকার হতে হবে না।

ট. বই বিক্রয় কেন্দ্র : প্রতিটি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে বই বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সকল বই এখান থেকে ক্রয় করা যাবে।

ঠ. গাড়ি পার্কিং : প্রতিটি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে মুসুল্লিগণের গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং সুবিধা থাকেবে।

অর্থাৎ মডেল মসজিদে যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে পারলে এটি আদর্শ সমাজ গঠনে ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত জাতি ও দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অগ্রগতি

"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	কাজের নাম	অগ্রগতি
১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১০ জুন ২০২১ তারিখে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি, গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০টি, গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে তৃতীয় পর্যায়ে ৫০টি, গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে চতুর্থ পর্যায়ে ৫০টি এবং গত ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে নির্মাণকাজ সমাপ্তকৃত যা; ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে পঞ্চম পর্যায়ে উদ্বোধনকৃত ৫০টিসহ মোট ২৫০টি মডেল মসজিদের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।	২৫০টি
২.	আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে ৫০টি মডেল মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	৫০টি
৩.	আগামী নভেম্বর ২০২৩ মাসের শেষ সপ্তাহে ৫০টি মডেল মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	৫০টি
৪.	অবশিষ্ট মসজিদসমূহের ভৌত কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ: ক. ভিতের কাজ চলমান- ৭১টি খ. গ্রেড বীম ঢালাই হয়েছে- ১০টি গ. নীচ তলার কলাম ঢালাই হয়েছে- ২০টি ঘ. ১ম তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে- ০৪টি	১০৫টি

ক্রম	কাজের নাম	অগ্রগতি
৫.	জমির দখল সম্পন্ন না হওয়া, জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়া, জমি নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া এবং মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কাজ শুরু হয়নি/কাজ বন্ধ রয়েছে ১০৯টি।	১০৯টি
	মোট	৫৬৪টি
	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৬১.০০%
	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত	৫৪১৪৮৩.৮৪ লক্ষ টাকা (৫৭.৩৯%)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়ালি দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

উদ্বোধনকৃত বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

উদ্বোধনকৃত পটুয়াখালী জেলার জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

উদ্বোধনকৃত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

২.০.০.১ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প

শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষাকেন্দ্রের ধরণ	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)			৩টি স্তরে শিক্ষা গ্রহণকারী সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা
			প্রাক-প্রাথমিক	সহজ কুরআন	বয়স্ক শিক্ষা	
২০০৯	প্রাক-প্রাথমিক	১৯০০০টি	৫৭০০০০	শিক্ষা	০০০	১০০৯২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২০০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৪২০০০০	১৯২০০	
২০১০	প্রাক-প্রাথমিক	২০০০০টি	৬০০০০০	০০০	০০০	১০৩৯২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২০০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৪২০০০০	১৯২০০	
২০১১	প্রাক-প্রাথমিক	২১০০০টি	৬৩০০০০	০০০	০০০	১০৬৯২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২০০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৪২০০০০	১৯২০০	
২০১২	প্রাক-প্রাথমিক	২২০০০টি	৬৬০০০০	০০০	০০০	১০৯৯২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২০০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৪২০০০০	১৯২০০	
২০১৩	প্রাক-প্রাথমিক	২৪০০০টি	৭২০০০০	০০০	০০০	১১৫৯২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২০০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৪২০০০০	১৯২০০	
২০১৪	প্রাক-প্রাথমিক	২৪০০০টি	৭২০০০০	০০০	০০০	১১৫৯২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২০০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৪২০০০০	১৯২০০	
২০১৫	প্রাক-প্রাথমিক	২৬০০০টি	৭৮০০০০	০০০	০০০	১৪০৮২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১৭৪০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৬০৯০০০	১৯২০০	
২০১৬	প্রাক-প্রাথমিক	২৮০০০টি	৮৪০০০০	০০০	০০০	১৬৫৭২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	২২৮০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	৭৯৮০০০	১৯২০০	
২০১৭	প্রাক-প্রাথমিক	৩০০০০টি	৯০০০০০	০০০	০০০	১৯৪১২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	২৯২০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	১০২২০০০	১৯২০০	
২০১৮	প্রাক-প্রাথমিক	৩১০০০টি	৯৩০০০০	০০০	০০০	২১৯৫২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৩৫৬০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	১২৪৬০০০	১৯২০০	
২০১৯	প্রাক-প্রাথমিক	৩২০০০টি	৯৬০০০০	০০০	০০০	২৪১৪২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৪১০০০টি	০০০	০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	১৪৩৫০০০	১৯২০০	

২০২০	প্রাক-প্রাথমিক	২৮৮০০টি	৮৬৪০০০	০০০	০০০	২৪৩০২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৪৪২০০টি	০০০	১৫৪৭০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	০০০	১৯২০০	
২০২১	প্রাক-প্রাথমিক	২৮৮০০টি	৮৬৪০০০	০০০	০০০	২৪৩০২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৪৪২০০টি	০০০	১৫৪৭০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	০০০	১৯২০০	
২০২২	প্রাক-প্রাথমিক	২৮৮০০টি	৮৬৪০০০	০০০	০০০	২৪৩০২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৪৪২০০টি	০০০	১৫৪৭০০০	০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	০০০	১৯২০০	
		সর্বমোট =	১,০৯,০২,০০০ জন	১,২২,৭১,০০০ জন	২,৬৮,৮০০ জন	২,৩৪,৪১,৮০০ জন

লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক চলতি শিক্ষাবছর

২০২৩	প্রাক-প্রাথমিক	২৮৮০০টি	৮৬৪০০০	০০০	০০০	২৪৩০২০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৪৪২০০টি	০০০	১৫৪৭০০০	১৫৪৭০০০	
	বয়স্ক শিক্ষা	৭৬৮টি	০০০	০০০	০০০	
মোট প্রাক-প্রাথমিক, পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষার্থী			৮,৬৪,০০০ জন	১৫,৪৭,০০০ জন	১৫,৪৭,০০০ জন	২৪,৩০,২০০ জন

২.০.০.২ মসজিদ পাঠাগার

লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	পুস্তক পুনঃসংযোজন	আলমারী	জেলা মডেল পাঠাগার	উপজেলা মডেল পাঠাগার	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়
২০০৮-২০০৯	৬০০	--	--	--	--	১০০.০০	১০০.০০
২০০৯-২০১০	৮০০	২৫০০	১০০০	৬৪	৪৭৭	৯৫১.০০	৯৫১.০০
২০১০-২০১১	৬০০	২৫০০	১০০০	৬৪	--	১২৭৫.৯৫	১২৭৫.৯৫
২০১২-২০১৩	৫০০	৫০০	২৫০	--	--	১০০.০০	১০০.০০
২০১৩-২০১৪	৫০০	--	৫০০	--	--	২৩৯.০০	২৩৯.০০
২০১৪-২০১৫	৫০০	৫০০	৫০০	৬৪	৪৭৭	২৫৪.০০	২৪৬.৮০
২০১৫-২০১৬	৫০০	৫০০	৫০০	৬৪	৪৭৭	৬০০.০০	৫৯৯.০০
২০১৬-২০১৭	৫০০	৫০০	৫০০	৬৪	৪৭৭	৬৮৪.০০	৬৮১.৩০
২০১৭-২০১৮	১৬০০	৮০০	১২৮০	৬৪	৪৯১	৯০৬.০০	৮৯৭.৭২
২০১৮-২০১৯	১৬০০	৮০০	১২৮০	৬৪	৪৯১	১০৯৪.০০	১০৬৮.০০
২০১৯-২০২০	১৮০০	৯০০	১৪৪০	৬৪	৪৯১	১০৩০.০০	৯৬৩.৯৬
২০২১-২০২২	১০০০	১০০০	১০০০			৮৫৩.১৯	৭৭৪.২২
২০২২-২০২৩	নতুন ১৫০০ টি মসজিদ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করা হবে। পুরাতন ৭৫০ টি মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হবে। ৪১৬টি মডেল মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হবে।					১২৭৮.০০	৮৬৫.২৩
২০২৩-২০২৪	১) নতুন পাঠাগার ১৫০০ টি, ২) ৭৫০ টি পুরাতন পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন, ৩) ১৫০০ টি নতুন পাঠাগারে আলমারি সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।					৯০০.০০	

২.০.০.৩ হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

ক্রম	মূল কার্যক্রম	উল্লেখযোগ্য অর্জন (প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি অর্থাৎ ০১ জুন ২০২০ থেকে ১০ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত)
১	৩ দিন মেয়াদি ইমাম প্রশিক্ষণ	হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক ১৭৯৭০ জন ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে ০৩ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
২	জুমার খুতবা প্রদানের সম্মানী প্রদান	প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জুমার নামাজের প্রাক-খুতবায় বয়ান প্রদানের জন্য ইমাম/খতিবকে প্রতি জুমায় ১৫০/- হারে ১২,৯৩,২৬০০০/- (বারো কোটি তিরানব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকার সম্মানী প্রদান।
৩	সেমিনার বাস্তবায়ন	হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ে ০৭ টি জেলায় পর্যায়ক্রমে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, সুধীজন, মাদ্রাসা শিক্ষক, স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ২১টি সেমিনার বাস্তবায়ন।
৪	প্রাক-খুতবার বই বিতরণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত বছরে ৫২টি জুমায় বক্তব্য প্রদানের জন্য

		জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং বাল্যবিয়েসহ সমসাময়িক গুরত্বপূর্ণ ৫২ টি বিষয় সম্বলিত ১৭৯০০ টি প্রাক-খুতবার বই বিতরণ ।
৫	পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ	হাওর অঞ্চলের জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মসজিদে টাঙানোর জন্য ৩৪০০০টি সচেতনতামূলক পোস্টার এবং ২৫০০০টি লিফলেট বিতরণ।

২.০.০.৪ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি । ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডিম প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পটি ১৯৮০-৮৫ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ইমাম প্রশিক্ষণনের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সন্তুষ্ট হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০১ জুলাই ২০০৪ সালে সরকারের রাজস্বখাতের অন্তর্ভুক্ত করে।

ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ও দিনাজপুর এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি বনায়ন, প্রাণিসম্পদ পালন ও মৎস চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, বৃক্ষরোপন, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, পরিবেশ ও ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, আদর্শ পরিবার গঠন, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, নারী ও পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, নারী-শিশু পাচাররোধ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, মাদক ও জুয়ার কুফল, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ, পরিবেশ দূষণ, নিরক্ষতা দূরীকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন, জাতীয় ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও লালন, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা জনগণের নিকট তুলে ধরা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা এবং বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাদি নিরসনের লক্ষ্যে যুগপোযোগী খুতবা প্রদান এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক ও মৌখিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ইমামদেরকে উপার্জনক্ষম এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ইমামদের প্রশিক্ষিত আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই ইমাম প্রশিক্ষনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই প্রশিক্ষিত ইমামগণ তাদের প্রশিক্ষিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজে যেমন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হচ্ছে অন্যদিকে দেশ ও জাতির আর্থিক ও সামিাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

দেশ হতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস দূরীকরণ, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইমামদেরকে প্রশিক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে। এতে প্রশিক্ষিত ইমামগণ গ্রাম-গঞ্জে মসজিদের জুমআর খুতবার পূর্বে বয়ানের মাধ্যমের অত্যন্ত ফলপ্রসু ভূমিকা রেখে চলেছেন। ইমামদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জে একটি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.০.০.৫ ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০১ সালে ৫৬ নং আইনের মাধ্যমে ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করে তোলা। ট্রাস্টের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন মারাত্মক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব, দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদিজনিত কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, ইমাম বা মুয়াজ্জিনের মেধাবি ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান, ইমাম বা মুয়াজ্জিকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান এবং তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধনকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার ট্রাস্টের অনুকূলে ২ (দুই) কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করে। ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ট্রাস্টকে আরো ১০.০০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। শুরু থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সরকার মোট ৪৫,৪০,০০,০০০/-(পয়ঁতাল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে মঞ্জুরি প্রদান করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর শেষে ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের মুনাফাসহ মূলধন মোট: ৭৩,২০,১১,৮০৬/-(তিহাত্তর কোটি বিশ লক্ষ এগার হাজার আটশত ছয়) টাকা। ট্রাস্টের শুরু থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে সদস্যভুক্ত ১১০৪৩ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে মোট ১৪,০১,৫২,০০০/- (চোদ্দ কোটি এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা এবং আর্থিক সাহায্য

(অনুদান) হিসেবে সদস্যভুক্ত ৪০,৪৩৪জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ১৬,৩৯,৪৬,০০০/-(ষোল কোটি উনচল্লিশ লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সদস্য সংখ্যা ৮৪,৩৫৭ জন।

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ, বেকার যুবক ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী:-

ক্রম	অর্থবছর	নিয়মিত প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা	কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	মোট
০১	২০০৮-২০০৯	৩১৭৩	১৩৮৭	২২২	--	--	৪৭৮২
০২	২০০৯-২০১০	৩১৯৮	১৩৭৬	২২৫	--	--	৪৭৯৯
০৩	২০১০-২০১১	৩১৮২	১৩৯৪	২২১	১০০	৫০	৪৯৪৭
০৪	২০১১-২০১২	৩১৪৫	১৩৭৩	৭৪	--	--	৪৫৯২
০৫	২০১২-২০১৩	৩২১৮	১৩৭৬	--	১০০	৫০	৪৭৪৪
০৬	২০১৩-২০১৪	৩২৩১	১৩৯২	৯৬	১০০	৫০	৪৮৬৯
০৭	২০১৪-২০১৫	৩৫০০	২৪৬৩	১৩০	১০০	৫০	৬২৪৩
০৮	২০১৫-২০১৬	৩৪৮১	২৫০০	৩৬০	১০০	৫০	৬৪৯১
০৯	২০১৬-২০১৭	৩৫১৭	২১২৮	৩৬৯	১৫০	১০০	৬২৬৪
১০	২০১৭-২০১৮	৩৬০০	২১০০	৩৫৮	১৫০	১০০	৬৩০৮
১১	২০১৮-২০১৯	৩৭০০	২১০০	৩৪০	১৪১	২০০	৬৪৮১
১২	২০১৯-২০২০	৩৭১০	--	৩২৬	--	--	৪০৩৬
১৩	২০২০-২০২১	১৭৩৯	২৬২৮	৩৬৩	১৬০	৮০	৪৯৭০
১৪	২০২১-২০২২	২৮১০	৩৫০০	৩৭৫	১৭৩	১৭০	৭০২৮
১৫	২০২২-২০২৩	৩৭০১	২০৯৯	৪৫৩	১৭৪	২০২	৬৬২৯
	সর্বমোট	৪৮৯০৫	৩১৪১৬	৩৯১২	১৪৪৮	১১০২	৮৬৭৮৩

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ইমাম এবং জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ খামার প্রতিষ্ঠাকারী ইমামদের হিসাব বিবরণী:-

ক্রম	অর্থবছর	জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম	বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম	জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম	শ্রেষ্ঠ খামারি	সর্বমোট
০১	২০০৮-০৯	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০২	২০০৯-১০	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০৩	২০১০-১১	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০৪	২০১১-১২	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০৫	২০১২-১৩	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০৬	২০১৩-১৪	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০৭	২০১৪-১৫	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০৮	২০১৫-১৬	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
০৯	২০১৬-১৭	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
১০	২০১৭-১৮	১৯২	২১	৩	৬৪	২৮০
১১	২০১৮-১৯	১৯২	২৪	৩	৬৪	২৮৩
১২	২০১৯-২০	১৯২	২৪	৩	৬৪	২৮৩
১৩	২০২০-২১	১৯২	২৪	৩	৬৪	২৮৩
১৪	২০২১-২২	১৯২	২৪	৩	৬৪	২৮৩
১৫	২০২২-২৩	১৯২	২৪	৩	৬৪	২৮৩
সর্বমোট		২৮৮০	৩৩০	৪৫	৯৬০	৪,২১৫

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও মাদক প্রতিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য:-

ক্রম	অর্থবছর	জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও মাদক প্রতিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ	আলোম-ওলামা,খতীব, ইমাম, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসার ছাত্র, সাধারণ জনগণ ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	২০০৯-১০	৫৩০	৩০,২০৯
০২	২০১০-১১	৫৩০	৩০,৪৯৯
০৩	২০১১-১২	৫৩০	৩০,৭৩২
০৪	২০১২-১৩	৫৩০	৩১,৪১৯
০৫	২০১৩-১৪	৫৩০	৩১,৪৯৪
০৬	২০১৪-১৫	৫৮০	৪৬৩০৫
০৭	২০১৫-১৬	৫৮০	৪৬২০১
০৮	২০১৬-১৭	৫৮০	৪৭৯০১
০৯	২০১৭-১৮	৫৮০	৪৮৭৩১
১০	২০১৮-১৯	৫৮০	৪৮৩৮৮
১১	২০১৯-২০	৫৮০	৪৮৩০১
১২	২০২০-২১	৫৮০	৪৮৪৩২
১৩	২০২১-২২	৫৮০	৫০৩৯০
১৪	২০২২-২৩	৫৮১	৫৮৮৫৯
সর্বমোট		৭৮৭১	৫,৯৭৮৬১

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সদস্যভুক্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের মধ্যে আর্থিক সাহায্য ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের তথ্যাদি:-

ক্রম	অর্থবছর	আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনের সংখ্যা	আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ	সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনের সংখ্যা	সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
০১	২০০৮-০৯	--	--	--	--	
০২	২০০৯-১০	--	--	--	--	
০৩	২০১০-১১	--	--	--	--	
০৪	২০১১-১২	৬৪০	৩২০০০০০.০০	৬৪০	৯৪০০০০০.০০	
০৫	২০১২-১৩	১৪৭০	৪৪১০০০০.০০	১,৪৭০	১৪৭০০০০০.০০	
০৬	২০১৩-১৪	১৪৭০	৪৪১০০০০.০০	৯৮০	১১৭৬০০০০.০০	
০৭	২০১৪-১৫	৯৮০	৩৯৪০০০০.০০	৯৮০	১১৭৬০০০০.০০	
০৮	২০১৫-১৬	৯৮০	৩৯৪০০০০.০০	৯৮০	১১৭৬০০০০.০০	
০৯	২০১৬-১৭	১৫০০	৬০০০০০০.০০	১০০০	১২০০০০০০.০০	
১০	২০১৭-১৮	২০০০	১০০০০০০০.০০	১০০০	১২০০০০০০.০০	
১১	২০১৮-১৯	৩৫০০	১৬৫০০০০০.০০	১০০০	১২০০০০০০.০০	
১২	২০১৯-২০	৭৭৪৩	৩৮৭০০০০০.০০	০০	০০	
১৩	২০২০-২১	৫৪৫৭	২১৮৮০০০০.০০	১০০০	১২০০০০০০.০০	
১৪	২০২১-২২	৫২৫৩	২১০৮৭০০০.০০	১০০০	১৫০০০০০০.০০	
১৫	২০২২-২৩	৮৮৩২	২৬৪৯৬০০০.০০	৬০০	১২০০০০০০.০০	
	সর্বমোট :	৩৯৮২৫	১৬,০৫,৬৩,০০০.০০	১০৬৫০	১৩,৪৩,৮০,০০০.০০	

২.০.০.৬ যাকাত বোর্ড

ক্রম	অর্থবছর	যাকাত সংগ্রহ (টাকা)	বন্টনকৃত (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	২০০৯-১০	১,৪৬,৭২,০৫৮.০০	১,৪৬,৭২,০৫৮.০০	৩০১৫৬
২	২০১০-১১	৯৮,৭৩,৭৯৪.০০	৯৮,৭৩,৭৯৪.০০	২১৩৮৮
৩	২০১১-১২	১,৪৩,৪৭,৮১৩.০০	১,৪৩,৪৭,৮১৩.০০	২৯৫৪৭
৪	২০১২-১৩	১,২৪,২৪,৪৭৮.০০	১,২৪,২৪,৪৭৮.০০	৩১৯৬৮
৫	২০১৩-১৪	১,২৭,১৩,৭৬৩.০০	১,২৭,১৩,৭৬৩.০০	২৮৮০৫
৬	২০১৪-১৫	১,৯৫,৫৬,৯৫৪.০০	১,৯৫,৫৬,৯৫৪.০০	৩৩১৭৩
৭	২০১৫-১৬	২,৩৬,৪৯,৯০৬.০০	২,৩৬,৪৯,৯০৬.০০	৩৩৩৫৩
৮	২০১৬-১৭	৩,২১,৯৯,৫৫৫.০০	৩,২১,৯৯,৫৫৫.০০	৩৭৭২২
৯	২০১৭-১৮	৩,১৭,০৭,৩৬০.০০	৩,১৭,০৭,৩৬০.০০	৪২৭৩০
১০	২০১৮-১৯	৪,৬০,২৬,৬১৯.০০	৪,৬০,২৬,৬১৯.০০	৩৯৪৫৯
১১	২০১৯-২০	৫,১৮,১৬,৩০৪.০০	৫,১৮,১৬,৩০৪.০০	৩৮৭৪১
১২	২০২০-২১	৩,৫৩,০০,০০০.০০	৩,৫৩,০০,০০০.০০	৩৫৮০৪
১৩	২০২১-২২	৭,০১,৭৯,০০০.০০	৭,০১,৭৯,০০০.০০	৪০৯১৪
১৪	২০২২-২৩	১০,২১,৫৪,৭৫৮.০০	১০,২১,৫৪,৭৫৮.০০	৪৮৭৩৯

২.০.০.৭ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

ক্রম	উল্লেখযোগ্য সংস্কার, পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড	মন্তব্য
১।	পাঠক সেবার মান উন্নয়ন বিষয়ে ১২/০৬/২০২৩ইং তারিখে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পেশাগত অভ্যন্তরীণ ও বহি:সদস্য সমন্বয়ে সভা বাস্তবায়ন করা হয়।	
২।	স্টক টেকিং (ইনভেন্টরি) নিয়মিতকরণ ও তদনুযায়ী পুস্তক খারিজকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৩।	আন্তর্জাতিক মান বিবেচনায় রেয়ার ও পাণ্ডুলিপি সেকশন চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪।	লাইব্রেরি ভবনে পাঠক আগমনের সুবিধার্থে বায়তুল মোকাররম কমপেক্সের চারিদিকে দৃষ্টিনন্দন সাইনবোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	

ক্রম	অর্থবছর	দেশী/বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ	দেশী/বিদেশী প্যাম্পলেটস সংগ্রহ	দেশী/বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল সংগ্রহ	পাঠক সেবা প্রদান	গবেষক সেবা প্রদান
১	২০০৯-১০	৩৫২০	৩০৬	৬৯৭৫	২,১৮,৯২৫	১৮৫
২	২০১০-১১	১৪২৫	২১০	৬৯৭৫	২,২০,০৩০	১১৬
৩	২০১১-১২	১৫২	৬৯	৭২৯০	১,৪০,৬০০	৩৫
৪	২০১২-১৩	৬৮১	১২১	৭৯২০	১,৭৯,৩২৭	২১৭
৫	২০১৩-১৪	১৫২২	১০০	৫১২০	১,৭৩,৩৮২	১৩২
৬	২০১৪-১৫	৯১২	১৫৯	৬৫৩৬	১,৬৬,৮৭৯	১২৩
৭	২০১৫-১৬	৬০	৫৫	৬০৩৯	৬২,৬২০	১২
৮	২০১৬-১৭	১২৮	১৬	৮২৬০	২,০১,২৯৬	১৮০
৯	২০১৭-১৮	৪০	৩৯	৭৯২৮	১,৮৯,২১৭	১৭৩
১০	২০১৮-১৯	৬১৯৩	১৪২	৯৬২০	২,০৪,২৯৬	৩১৭
১১	২০১৯-২০	১১৯	৩০	৭৬২০	১,৫৯,৮১১	২১৯
১২	২০২০-২১	২৫	১০	১৫০০	৮১০০০	৬০
১৩	২০২১-২২	১৯০	১০	১০৫২০	৫০,৫৯৫	২১৭
১৪	২০২২-২৩	৪৮৫	১৫	১০৬২৫	৫২,৫০০	৪৭০

২.০.০.৮ হালাল সনদ বিভাগ

ইসলামী শরীয়ার বিধান মতে হালাল গ্রহণ এবং হারাম বর্জন মুসলমানদের জন্য অবশ্য করণীয় বিধান। মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য হালাল পণ্য উপকারী। হালাল সনদ বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। শরীয়া বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা এবং পণ্যের গুণগত মান ও হালাল মান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় টেস্ট রিপোর্ট ও বিশেষজ্ঞ মত পাওয়ার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ প্রদান করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হালাল সেক্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশী পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্যের অনুকূলে হালাল সনদ অর্জন করে বিভিন্ন দেশে হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যালসহ অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি করে পচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমানে হালাল সনদ প্রদানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় সেক্টর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ নিয়ে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানিকারকগণ এ বাজারে ইতোমধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে যেমন ভোক্তাদের হালাল সনদ নিয়ে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি কারকগণ এ বাজারে ইতোমধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে যেমন ভোক্তাদের হালাল সনদ দেখে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের আগ্রহ রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেশে সনদ ছাড়া ভোগপণ্য বাজারজাত করার সুযোগও সীমিত। এ অবস্থায় দেশি-বিদেশী চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত ভোগ্যপন্য বিদেশে রপ্তানি ও জনপ্রিয় করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হালাল সনদ নীতিমালার আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু করা হয়। ২০০৭ সালে হালাল সনদ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ বিভাগ থেকে অদ্যাবধি খাদ্য, ভোগপণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রসাধন সামগ্রির ১৮২টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০০ পণ্যের অনুকূলে হালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে হালাল সনদ গ্রহণ করে এ পর্যন্ত ৬৬টি কোম্পানী তাদের ৬০০-এর অধিক পণ্য মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, ইউক্রেন, জর্জিয়াসহ পৃথিবীর ৫১টি দেশে রপ্তানি করছে। এই রপ্তানি দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদের গুরুত্বও বাড়ছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। ইতিমধ্যে আন্তজার্তিক হালাল সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যাকিম মালয়েশিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে রিকগনাইজড হালাল সার্টিফিকেশন বডি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তুরস্ক ও সৌদি আরবের স্বীকৃতি প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অত্র বিভাগে একজন পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ মুফতি, মুফাসসির, মুহাদ্দিস সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শরীয়া বিশেষজ্ঞ ও টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ বিভাগের ২০১০-২০১১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কার্যক্রমের হিসাব:

ক্রম	অর্থবছর	সনদ প্রদান নবায়ন/নতুন	মন্তব্য
০১।	২০১০-২০১১	০৩	
০২।	২০১১-২০১২	০৪	
০৩।	২০১২-২০১৩	০৫	
০৪।	২০১৩-২০১৪	০৬	
০৫।	২০১৪-২০১৫	১৩	
০৬।	২০১৫-২০১৬	১৬	
০৭।	২০১৬-২০১৭	৩৩	
০৮।	২০১৭-২০১৮	৪২	
০৯।	২০১৮-২০১৯	৬২	
১০।	২০১৯-২০২০	৫৮	
১১।	২০২০-২০২১	৭৪	
১২।	২০২১-২০২২	৭১	
১৩।	২০২২-২০২৩	৭৮	

২.০.০.৯ বিগত ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার/অর্জন

ক্রম	বিজয়ী প্রতিযোগীর নাম	বিষয়	সাল	দেশের নাম	অর্জিত স্থান
১	জনাব ফজলে রাব্বী আদেল	হিফয	২০০৯	মিশর	১ম স্থান
২	জনাব মো: আল আমিন	হিফয	২০০৯	মিশর	২য় স্থান
৩	জনাব সাজেদা খাতুন	হিফয	২০০৯	জর্ডান	২য় স্থান
৪	জনাব সাজেদা খাতুন	হিফয	২০০৯	লিবিয়া	২য় স্থান
৫	জনাব ফয়সাল আহম্মদ	হিফয	২০০৯	জর্ডান	২য় স্থান
৬	ক্বারী জহিরুল ইসলাম	ক্বিরাত	২০০৯	ইরান	৩য় স্থান
৭	জনাব আবু রায়হান	হিফয	২০০৯	সৌদি আরব	৩য় স্থান
৮	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	হিফয	২০১০	জর্ডান	১ম স্থান
৯	জনাব হুমায়রা আখতার	হিফয	২০১০	জর্ডান	২য় স্থান
১০	জনাব সালমা আক্তার	হিফয	২০১০	লিবিয়া	২য় স্থান
১১	জনাব মাসউদ রেদোয়ান	হিফয	২০১০	দুবাই	২য় স্থান
১২	হাফেজ ফয়জুল্লাহ	হিফয	২০১০	ভারত	৩য় স্থান
১৩	হাফেজ সালাউদ্দিন	হিফয	২০১১	ইরান	১ম স্থান
১৪	জনাব আহমাদুর রহমান	হিফয	২০১১	সৌদি আরব	৩য় স্থান
১৫	অন্ধ হাফেয মো: তানভির হোসাইন	হিফয	২০১২	সৌদি আরব	১ম স্থান
১৬	জনাব হাফেয এহসান উদ্দিন নোমান	হিফয	২০১২	সৌদি আরব	১ম স্থান
১৭	জনাব হাফেয মুহাম্মদ সা'আদ সুরাইল	হিফয	২০১২	সৌদি আরব	১ম স্থান
১৮	জনাব মোরশেদ আলম	হিফয	২০১২	মিশর	২য় স্থান
১৯	জনাব মহিউদ্দিন	হিফয	২০১২	আলজেরিয়া	২য় স্থান
২০	জনাব মো: নাজমুচ্ছাকিব সিয়াম	সুরে	২০১৩	দুবাই	১ম স্থান
২১	জনাব হাফেজ মো: এমদাদুল্লাহ	হিফয	২০১৩	সৌদি আরব	১ম স্থান
২২	হাফেযা ফারিয়া তাসলিম	হিফয	২০১৩	জর্ডান	১ম স্থান
২৩	জনাব নাজমুস সাকিব রুম্মান	হিফয	২০১৩	সৌদি আরব	২য় স্থান
২৪	জনাব আনাস খান	হিফয	২০১৩	সৌদি আরব	২য় স্থান
২৫	জনাব মো: হাবিবুল্লাহ	হিফয	২০১৩	সৌদি আরব	২য় স্থান
২৬	হাফেজ মো: জাকারিয়া	হিফয	২০১৩	জর্ডান	৩য় স্থান
২৭	জনাব মো: নাজমুস সাকিব রুম্মান	হিফয	২০১৪	সৌদি আরব	১ম স্থান
২৮	হাফেযা রাফিয়া হাসান জিনাত	হিফয	২০১৪	জর্ডান	২য় স্থান

ক্রম	বিজয়ী প্রতিযোগীর নাম	বিষয়	সাল	দেশের নাম	অর্জিত স্থান
২৯	জনাব মো: জাকারিয়া	হিফয	২০১৪	সৌদি আরব	২য় স্থান
৩০	জনাব হুজায়ফা	হিফয	২০১৪	সৌদি আরব	২য় স্থান
৩১	জনাব আবু রায়হান	হিফয	২০১৪	সৌদি আরব	৩য় স্থান
৩২	জনাব নাহিয়ান কায়সার	হিফয	২০১৫	মিশর	১ম স্থান
৩৩	হাফেয সাইদ হাসান	হিফয	২০১৫	জর্ডান	১ম স্থান
৩৪	জনাব নাজমুস সাকিব	হিফয	২০১৫	সুদান	১ম স্থান
৩৫	জনাব মো: জাকারিয়া	হিফয	২০১৫	সুদান	২য় স্থান
৩৬	জনাব মোহিববুল্লাহ	ক্বিরাত	২০১৫	মিশন	১ম স্থান
৩৭	হাফেয মোঃ হেলাল উদ্দিন	হিফয	২০১৫	সৌদি আরব	৩য় স্থান
৩৮	জনাব আবদুল আখের	হিফয	২০১৬	তুরস্ক	১ম স্থান
৩৯	হাফেয জাকারিয়া	হিফয	২০১৬	কুয়েত	২য় স্থান
৪০	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	হিফয	২০১৭	সৌদি আরব	১ম স্থান
৪১	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	হিফয	২০১৭	মিশর	১ম স্থান
৪২	জনাব মো: সাইফুর রহমান ত্বকী	হিফয	২০১৭	কুয়েত	২য় স্থান
৪৩	জনাব মুজাহিদুল ইসলাম	হিফয	২০১৮	মিশর	১ম স্থান
৪৪	জনাব এহসান উল্লাহ	হিফয	২০১৮	ইরান	৩য় স্থান
৪৫	হাফেজ মো: হাবিবুল রহমান মেশকাত	ক্বিরাত	২০২০	ওআইসি, ঢাকা	২য় স্থান
৪৬	হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরীম	হিফয	২০২১	ইরান	১ম স্থান
৪৭	হাফেজ সালেহ আমদ তাকরীম	হিফয	২০২২	সৌদি আরব	৩য় স্থান
৪৮	হাফেজ আবু রাহাত	হিফয	২০২২	কুয়েত	৩য় স্থান
৪৯	তানভীর হোছাইন	হিফয	২০২৩	মিশর	৩য় স্থান
৫০	শেখ মাহমদুল হাসান	হিফয	২০২৩	ইরান	৩য় স্থান
৫১	হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরীম	হিফয	২০২৩	দুবাই	১ম স্থান

২.০.০.১০ বিগত ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে প্রণিত উল্লেখযোগ্য নীতি, আইন ও পরিকল্পনা

(১) Islamic Foundation (Amendment) Act, 2013
(২) ইসলামিক ফাউন্ডেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-১৯৯৮ (সংশোধন) এসআর নং-২৬১-আইন/২০০৯)
(৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-১৯৯৮ (সংশোধন এস.আর.ও নং ২৪০-আইন/২০০৯)
(৪) যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩
(৫) চট্টগ্রাম শাহী মসজিদ আইন, ২০২৩ (আন্দর কিল্লা)
(৬) জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা-২০২১ (ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত)
(৭) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইসলামি তথ্য সেবা প্রদান সংসদ নির্দেশিকা-২০২২ (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত)
(৮) ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফোন নির্দেশিকা নীতিমালা-২০২২ (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত)

২.০.০.১১ বিগত ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড

(১) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ১,২২,৭১,০০০ জন ৪-৫ বয়সস্তরের শিশুদেরকে প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান, স্কুলগামী ১,০৯,০২,০০০ জন কিশোর-কিশোরীকে সহজ কুরআন ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং ২,৬৮,৮০০ জন বয়স্ক নিরক্ষরকে স্বাক্ষরতা জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে ২০৫০ টি রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা করা হয়েছে।
(২) ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ঝালকাঠিতে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৭৭৫৫৩ জন রোগীকে এযাবত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান মর্মবাণী জনসাধারণের হাতের নাগালে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন, আইসিটি সেল ও ডিজিটাল স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পবিত্র কোরআনুল কারীমকে ৩০ পারায় ডিজিটাল করা হয়েছে।

(৪) ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৭৫০টি শিরোনামের ২৭,৬৮,৬২৮ কপি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

(৫) বায়তুল মোকাররম মসজিদের সৌন্দর্যবৃদ্ধিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে ২টি বেইজমেন্ট, ৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ১টি মিনার ও সাহান নির্মাণ এবং সাহানের আচ্ছাদন প্রদান করে মুসল্লিদের সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে;

(৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করে পাঠক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে;

(৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা অফিস ভবন এবং ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগীয় এবং ১টি জেলা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;

(৮) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫টি প্রিন্টিং মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৯) মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার সুযোগ দানের লক্ষ্যে ১১,৫০০টি নতুন মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, ১০৭৫০টি বিদ্যমান পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন ও পুস্তক সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১০৭৭৫টি মসজিদে আলমারি সরবরাহ করা হয়েছে;

(১০) সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর জেলায় ৫০টি করে শয্যা বিশিষ্ট ২টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং চিকিৎসা সেবা চলমান রয়েছে;

(১১) প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫০টি মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং বাকী ৩১৪টি মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

(১২) গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ও জেলা কার্যালয়ের জন্য ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;

(১৩) হাওর এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ১৭৯৭০ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৭৯০০ জন ইমামকে খুৎবা প্রদানের জন্য সম্মানী প্রদান করা হয়েছে;

(১৪) দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে মোট ১০১০টি এবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে।

(১৫)পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়ন করা হয়।

(১৬) আন্তর্জাতিক ক্বিরাত, হিফয ও তাফসির প্রতিযোগিতার জন্য প্রার্থী বাছাই ও প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।
(১৭) পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপন উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে ৫টি জামাত ও জাতীয় ঈদগাহে প্রধান জামাত-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(১৮) জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সকল সভা বাস্তবায়ন করা হয়।
(১৯) ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে খতমে কুরআন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(২০) ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে খতমে কুরআন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(২১) ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে খতমে কুরআন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(২২) ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস উদযাপন করা হয়।

(২৩) ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(২৪) ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে খতমে কুরআন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(২৫) পবিত্র মাহে রমাদান উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে পারাভিত্তিক মাসব্যাপী তাফসীরে কুরআন মাহফিল বাস্তবায়ন কারা হয়।

(২৬) জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(২৭) জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, আন্তর্জাতিক দিবস ও বিশেষ পর্ব ১৫টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়।

(২৮) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রিদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সেবা প্রদান করা হয়।

(২৯) বিগত ৩ বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যাকাতের ৭,৫২,০০/-(সাত লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা অর্থ আদায় করা হয়।

(৩০) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার চাহিদা মোতাবেক মুনাজাত পরিচালনা ও তেলওয়াতের জন্য ইমাম ও ক্বারী প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়িদের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২০২৩)

গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স (ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, জেলা অফিস, মিশন ক্লিনিক) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

৫০ বেডের সিরতা, ময়মনসিংহ ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স

৫০ বেডের কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মাহফিল

আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বাংলাদেশিদের সম্বর্ধনা

বই উৎসব-২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে দশতলা বিশিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবন নির্মাণ

মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, কোরআন এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র

৩.০ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামূলক স্ব-শাসিত সংস্থা। বিগত ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট এর বলে এ সংস্থার সৃষ্টি। বর্তমানে ১৯৬২ সনের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্‌ফ এস্টেট সমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি পূরাতন সংস্থা হলেও দীর্ঘদিন এর তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার হলো স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যেই এ প্রশাসন দ্রুত কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হ'ল :

(১) ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায় ঃ- ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়। ২০০৮-০৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

ক্রম	অর্থবছর	টাকার পরিমাণ
১	২০০৯-২০১০	৩,২৯,৮১,৮০৯/-
২	২০১০-২০১১	৪,১৩,৪৩,৪০৯/-
৩	২০১১-২০১২	৪,৮২,৯২,২১৫/-
৪	২০১২-২০১৩	৫,৪১,২০,৮৮৮/-
৫	২০১৩-২০১৪	৫,২০.১০,৩৬২/-
৬	২০১৪-২০১৫	৫,৮৬,৬২,২৮৭/-
৭	২০১৫-২০১৬	৬,১০,৪৫,১১৪/-
৮	২০১৬-২০১৭	৬,৫২,৪৬,৪৬৭/-
৯	২০১৭-২০১৮	৬,৭২,২৩,৩৫৩/-
১০	২০১৮-২০১৯	৭,৩৯,০২,০০০/-
১১	২০১৯-২০২০	৬,৭১,১১,২৭৩/-
১২	২০২০-২০২১	৯,৬৪,৩৫২৩৪/-
১৩	২০২১-২০২২	৮,৭১,২১,৯৫৮/-
১৪	২০২২-২০২৩	৯,২০,১৪,০২৮/-

২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ওয়াক্‌ফ চাঁদা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকান্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

(২) ওয়াক্‌ফ ভবন ঃ- ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াক্‌ফ ভবনের ৫মতলা পর্যন্ত ২০০৫ সাল নাগাদ নির্মিত হয়েছে। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে "২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়াক্‌ফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক পকল্পের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতার কারণে ২০১৯-২০২১ পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ থাকে। নতুন করে ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উক্ত সম্প্রসারিত ওয়াক্‌ফ ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলার কাজ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ইস্কাটনস্থ ওয়াক্‌ফ ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

(৩) অডিট আপত্তি ঃ- ২০২৩ সনে ২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত অডিটে ৭২১.১৯ লক্ষ টাকার ২৫টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। ২৫টি আপত্তির মধ্যে ১৪টি আপত্তির ব্রডশিট জবাব দাখিল করা হয়েছে।

(৪) লোকবল নিয়োগ ঃ- ২০১১ সনে ৮ জন, ২০১২ সনে ২৩ জন, ২০১৪ সনে ১ জন এবং ২০২২ ও ২০২৩ সনে ৩৭ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে।

(৫) প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ঃ- ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে পক্ষভুক্ত করে বিভিন্ন আদালতে দায়েকৃত মামলা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের পক্ষে পরিচালনা ও নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে ০৮ জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে।

(৬) সাংগঠনিক কাঠামো ঃ- বর্তমান ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোতে মাত্র ১২৫ জন জনবলের সংস্থান আছে। এ অপতল জনবল দিয়ে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সামগ্রিক কাজকর্ম পরিচালনা করা দূরূহ হয়ে পড়েছে।

(৭) তালিকাভুক্তি ও মোতাওয়াল্লী নিয়োগ ঃ- বিগত বছরগুলোতে গড়ে প্রতি বছরে ১১০ টি এস্টেট তালিকাভুক্তি হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে একটি পকল্পের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলায় ৮৫০টিসহ ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ২৯৭৫টি ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও পূর্বের তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী মৃত্যুবরণসহ বিভিন্ন কারণে ২০০৯ হতে অদ্যবধি পর্যন্ত পায় ২০০০টি এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন এস্টেট তালিকাভুক্তির ফলে আগামী অর্থবছরে ওয়াক্‌ফ চাঁদার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

(৮) সিটিজেন চার্টার ঃ- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সেবাগ্রহীতাদের নির্ধারিত সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার পস্তুত করত: অফিসে এবং ওয়েবসাইটে পদর্শন করা হয়েছে ও সে অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৯) পৃথক খতিয়ান সৃজন ঃ- ওয়াক্‌ফ ভূমি বেদখল হওয়া রোধকল্পে সরকারি ১নং খতিয়ানের ন্যায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পৃথক খতিয়ানভুক্ত করার জন্য ২০১৩ সালে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ সংশোধন করে ৬(অ) ধারা সংযোজন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

(১০) ডিজিটাল প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ঃ-

১) ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড ডিজিটাল পক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে "ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক কর্মসূচি" সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মাধ্যমে ওয়াক্ফ প্রশাসনের কাজে গতিশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২) ওয়াক্ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্তির দরখাস্ত, মোতাওয়াল্লী নিয়োগ ও কমিটি অনুমোদনের দরখাস্ত ই-ফর্মে রূপান্তর করে মাইগভ প্লাটফর্মে আপলোড করা হয়েছে।

৩) ওয়াক্ফ প্রশাসনে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন করা হয়েছে।

৪) জরিপকৃত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ পস্তুত করা হয়েছে।

৫) ই-নথি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ওয়াক্ফ প্রশাসনের হিসাব শাখা ও প্রশাসন শাখার সকল কার্যক্রম ই-নথিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৬) ওয়াক্ফ প্রশাসনের অনলাইন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ৩০ এমবিপিএস (30 mbps) ব্যান্ড উইথ এর ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

৭) জাতীয় তথ্য বাতায়ন (National web portal) ওয়াক্ফ প্রশাসনের ওয়েব সাইট (www.waqf.gov.bd) সংযুক্ত করা হয়েছে।

৮) ওয়াক্ফ প্রশাসনে তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ পস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৯) ওয়াক্ফ প্রশাসনে একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

১০) ২০১৯ সাল হতে ডিজিটাল হাজিরা স্থাপন করা হয়েছে।

১১) ওয়াক্ফ দলিলের নমুনা এবং তালিকাভূক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের তথ্য সংক্রান্ত নকল প্রাপ্তির আবেদন ই-ফর্মে রূপান্তর করে ওয়েবসাইটের ফরম পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

১২) ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সেবাসমূহকে অনলাইন ব্যবস্থায় চালু করে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে a2i এর সহযোগীতায় এ কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের জন্য "মাইগভ" প্লাটফরমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আরও আধুনিকীকরণের জন্য a2i এর সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

(১১) ওয়াক্ফ কমিটি ঃ- ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর ১৯ ধারা অনুযায়ী ওয়াক্ফ তহবিল, ওয়াক্ফ প্রশাসকের ক্ষমতা ও দ্বায়িত্ব প্রয়োগ এবং পালনের জন্য প্রশাসককে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক 'ওয়াক্ফ কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। তদানুযায়ী 'ওয়াক্ফ কমিটি' পুনর্গঠনের জন্য একটি কমিটির রূপরেখা প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২) অ-তালিকাভুক্ত এস্টেট চিহ্নিতকরণ ঃ-"ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীককরণ ও কম্পিউটারায়ন" শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে অ-তালিকাভুক্ত ১,৩৯,২৫৬টি ওয়াক্ফ এস্টেট চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উক্ত এস্টেটগুলো তালিকাভুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১৩) ওয়াক্ফ প্রশাসনের আধুনিকায়ন ঃ- ওয়াক্ফ প্রশাসনের আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে গত ১১.১০.২০২২ খ্রি. তারিখে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে, সংসদীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ পেশ করেন। উক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৪) ওয়াক্ফ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ঃ- সারাদেশব্যাপী ধর্মপাণ মুসলমানগণ কর্তৃক মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে ও জনকল্যাণে উৎসর্গকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিদ্যমান রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ওয়াক্ফ বা ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট ধারণা নেই। "ওয়াক্ফ" সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং ওয়াক্ফকরণে ধর্মপাণ মুসলমানগণকে আরোও আগ্রহী করা প্রয়োজন। এ লক্ষে ইতোমধ্যে ওয়াক্ফ ভবনের ৪র্থ তলায় **"ওয়াক্ফ তথ্য কেন্দ্র"** স্থাপন করা হয়েছে।

(১৫) মুজিব কর্নার স্থাপন ঃ- হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর আদর্শ, জীবনাচার, রাজনৈতিক দর্শন, নেতৃত্বগুণ, দেশপ্রেমসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইতোমধ্যে ওয়াক্ফ প্রশাসনে **"মুজিব কর্নার"** স্থাপন করা হয়েছে।

৪.০ হজ অফিস, ঢাকা

পবিত্র হজ ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। আর্থিক ও দৈহিকভাবে সামর্থবান প্রতিটি সুস্থ মুসলিম নর-নারীর জন্য হজ-কে ফরজ করা হয়েছে। সারা পৃথিবীর মুসলিম নরনারী তাদের ফরয হজকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে একত্রিত হয়। এটিই মুসলমানদের সবচাইতে বড় ধর্মীয় সমাবেশ। চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী যিলহজ মাসের ০৮ হতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সম্মানিত হজযাত্রিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে হজ কার্যক্রম সহজতর করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস,ঢাকা নিম্মোক্ত ভাবে সহায়তা করছে:-

১. নিয়মিত হজ বিষয়ক তথ্যাবলি www.hajj.gov.bd সাইটে আপডেটকরণ।
২. হজযাত্রির তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করার জন্য সকল এজেন্সির প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় গমণকৃত হজযাত্রিদের তথ্য ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা।
৪. সরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকৃত হজযাত্রিদের গাইড এসাইন মোয়াল্লেম এসাইন ও হাউস বরাদ্দ।
৫. হজযাত্রির তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য www.hajj.gov.bd এজেন্সিকে সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা স্বল্প সময়ে বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে।
৬. হজ কার্যক্রমের পস্তুতিকালে আপনাকে এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য অবহিত করা যাতে হাজিগণ হজ যাত্রার প্রস্তুতিকার্য সম্বন্ধে অবগত থাকেন।
৭. প্রয়োজনীয় কার্ডসমূহ (আইডিকার্ড ও পারফোরেটেডকার্ড) সরবরাহ করে থাকে যা বাংলাদেশ বা সৌদি আরবে সহায়তা করে।
৮. ভিসা কার্যক্রম স্বল্পতম ও সহজতর করার জন্য এজেন্সিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।
৯. ছবিসহ হজযাত্রির তথ্যাবলি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা যাতে স্বল্পতম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা যায়।
১০. জেদ্দা এয়ারপোর্টে মোয়াল্লেম অনুযায়ী বাস সংস্থান করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং হজযাত্রিদের এজন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করত হত।কিন্তু, এই সময় স্বল্পতম করার জন্য প্রতি ফ্লাইটের পরেই বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হতে তথ্য নিয়ে নির্ধারিত ছকে জেদ্দা আইটি হেল্প ডেস্কে দেয়া হয় যাতে মোয়াল্লেম অনুযায়ী বাসের সংস্থান দ্রুততম সময়ে করা যায়।
১১. হজযাত্রির লাগেজ হারিয়ে গেলে, প্রাপ্ত লাগেজ যাত্রিদের নিকট পৌছানোর জন্য হজ অফিসকে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রদান করা।
১২. বিদেশে হজযাত্রির আত্মীয়-স্বজন যারা মক্কা-মদীনা বা মিনার তাবুতে দেখা করতে আসেন, তাদেরকে বাসা বা তাবু খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করা।
১৩. কোন হজযাত্রী হারিয়ে গেলে তাঁকে তার বাসায় বা তাবুতে ফিরে যেতে সহায়তা করা।
১৪. মিনাতে চলাচলের সুবিধার জন্য বাংলায় বিশেষ ম্যাপ পস্তত করে বিতরণ করা।
১৫. অসুস্থ হয়ে মক্কা/মদীনা হজ অফিসের চিকিৎসা কেন্দ্রে আসলে,আপনার পোফাইলসহ হেলথ ট্রিটমেন্ট কার্ড পিন্ট করে সরবরাহ করা।
১৬. যাতায়াত সহজতর করার জন্য (বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব বা সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশ,মক্কা থেকে মদীনা বা মদীনা থেকে মক্কা) এজেন্সী ট্রিপইন ফরমেশন ফরম অনলাইনে পূরণ করতে সহায়তা প্রদান করা।
১৭. হজযাত্রির বিভিন্ন তথ্যাবলির আপডেট রাখার জন্য দৈনিক বুলেটিন নিউজ লেটারের মাধ্যমে ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো।
১৮. হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য হজের ওয়েবসাইটে হালনাগাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সহায়তা করা।
১৯. দুর্ভাগ্যক্রমে কোন হজযাত্রির মৃত্যুবরণ হলে সাথে সাথে ডেথ সার্টিফিকেট অনলাইনে পকাশ করা, যাতে তাঁর ওয়ারিশগণ সাকসেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন তার সহায়তা করা।

২০. হজযাত্রির সহায়তার জন্য হজের উপর একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন দেয়া হয়েছে যাতে ম্যাপের মাধ্যমে তাবু ও বাসার নির্দেশনাসহ নামাজের সময়সূচি, ডেইলি হজ বিষয়ক সংবাদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।

২১. হজ পরবর্তী অসুস্থ হাজিগণের খোঁজে নিয়মিত সৌদি আরবের হাসপাতালসমূহ পরিদর্শন করে www.hajj.gov.bdতে আপডেট করা।

২২. আইভিআর সেবার (১৬২২০) মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি প্রদান করা।

২৩. সর্বোত্তম সেবা পাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রতি মূহুর্তে হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে নতুন ফিচার সংযোজনে সচেষ্ট।

২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী প্রেরণের পরিসংখ্যান

ক্রম	সাল	সরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী হজযাত্রিদের সংখ্যা			বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী হজযাত্রিদের সংখ্যা			সর্বমোট
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
০১.	২০০৯খ্রি:(১৪৩০ হিজরী)	৬,৩৮৯	১,৬৪১	**৮,০৩০**	৩৫,১৩৩	১৫,০৫৭	৫০,১৯০	**৫৮,২২০ জন**
০২.	২০১০খ্রি:(১৪৩১ হিজরী)	৫,৪০৪	১,৩২৩	৬,৭২৭	৫৯,০০৭	২৫,২৮৮	৮৪,২৯৫	**৯১,০২২ জন**
০৩.	২০১১খ্রি:(১৪৩২ হিজরী)	৩,০৩৮	৭৬০	৩,৭৯৮	৭১,৪৩৪	৩০,৬১৪	১,০২,০৪৮	**১,০৫,৮৪৬ জন**
০৪.	২০১২খ্রি:(১৪৩৩ হিজরী)	২,৩৮৪	৫৯৬	২৯৮০	৭৪,৬৭৬	৩২,০০৪	১,০৬,৬৮০	**১,০৯,৬৬০ জন**
০৫.	২০১৩খ্রি:(১৪৩৪ হিজরী)	১,২০০	৩৯৯	১,৫৯৯	৫৯,৩০৫	২৬,৯৫০	৮৬,২৫৫	**৮৭,৮৫৪ জন**
০৬.	২০১৪খ্রি:(১৪৩৫ হিজরী)	১,২০৫	৩০১	১,৫০৬	৬৪,৮২৮	৩০,৮৪৮	৯৫,৬৭৬	**৯৭,১৮২ জন**
০৭.	২০১৫খ্রি:(১৪৩৬ হিজরী)	১,৯১৭	৮২২	২,৭৩৯	৭২,২৮৩	৩০,৯৭৮	১,০৩,২৬১	**১,০৬,০০০ জন**
০৮.	২০১৬খ্রি:(১৪৩৭ হিজরী)	৩,৬২৯	১,৫৫৪	৫,১৮৩	৬৭,৬৫২	২৮,৯৯৪	৯৬,৬৪৬	**১,০১,৮২৯ জন**
০৯.	২০১৭খ্রি:(১৪৩৮ হিজরী)	২,৯৩৯	১,২৫৯	৪,১৯৮	৮৫,৪৯০	৩৬,৬৩৮	১,২২,১২৮	**১,২৬,৩২৬ জন**
১০.	২০১৮ খ্রি (১৪৩৯হিজরী)	৪,০৭০	২,৭১৪	৬,৭৮৪	৭১,৬৩৯	৪৭,৭৬০	১,১৯,৩৯৯	**১,২৭,২৯৮ জন**
১১.	২০১৯ খ্রি (১৪৪০ হিজরী)	৪,৬৫১	২,২৭২	৬,৯২৩	৭৬৪৮৫	৪২,৯০৩	১,১৯,৩৮৮	**১,২৬,৩১১ জন**
১২.	কোন হজযাত্রী হজে গমন করেননি							
১৩.	কোন হজযাত্রী হজে গমন করেননি							
১৪.	২০২২ খ্রি (১৪৪৩ হিজরী)	২,৭১৩	১,৪১৯	৪,১৩২	৩৬,২৬৮	১৯,৫১৬	৫৫,৭৮৪	**৫৯,৯১৬ জন**
১৫.	২০২৩ খ্রি (১৪৪৪ হিজরী)	৬,৪৭৭	৩,৮৪৬	১০,৩২৩	৭১,১৪৯	৪১,৭৪৬	১,১২,৮৯৫	**১,২৩,২১৮ জন**

২০১৪ সাল হতে সৌদি সরকার হজ ব্যবস্থাপনায় যে সকল পরিবর্তন এনেছে

(ক) অন-লাইন হজ ম্যানেজমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্য সম্পাদনের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্ধারণ করা; উক্ত প্রতিনিধিকে সৌদি হজ মন্ত্রণালয় এবং মোয়াচ্ছাছার সাথে যোগাযোগ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা ।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ডাটা অফিসিয়াল সিস্টেমে এন্ট্রি করা ।

(গ) ব্যাংক হিসাব নম্বর এন্ট্রি করা ।

(ঘ) সিস্টেমে পবেশ করার নিয়ম পদ্ধতি জেনে নেয়া ।

(ঙ) হজ মৌসুমে হজযাত্রিগণকে প্রদেয় সেবা সমূহের আলোকে সার্ভিস প্যাকেজ গঠন করা ।

(চ) বেসকারি এজেন্সী কর্তৃক সৌদি আরবে স্থানীয় ব্যাংকে হিসাব খোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । হজযাত্রিদের সৌদি আরবে বাড়িভাড়া,খাবার, কুরবানী বাবদ অর্থ বাংলাদেশ হতে ব্যাংকিং চ্যানেলের এর মাধ্যমে সৌদি আরব প্রেরণ করা ।

(ছ) ২০১৪ সাল হতে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হাজিদের সৌদি আরবে ক্যাটারিং সার্ভিসের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করতে হবে।

ই-হজ সিস্টেম পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন

(ক) উক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করবে । একইসাথে তাদের সকল তথ্য প্রদান এবং কর্মক্ষমতা নির্ধারণ;

(খ) আবাসন,পরিবহন ও ক্যাটারিং সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন ;

(গ) সার্ভিস প্রদানের ভিত্তিতে চুক্তি অনুযায়ী প্যাকেজ নির্ধারণ ;

(ঘ) প্যাকেজ অনুযায়ী হজযাত্রিদের নামের তালিকা প্রণয়ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ঢাকাস্থ আশকোনা হজ অফিসে "হজ কার্যক্রম ২০২২" -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকাস্থ আশকোনা হজ অফিসে "হজ কার্যক্রম ২০২৩" -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

আশকোনাস্থ হজক্যাম্পের ডরমেটরির সংস্কার, রিংরোড নির্মাণ, ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

৫.০ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব

১) মক্কা রোড সার্ভিস

মক্কা রোড সার্ভিস হাজি সেবার উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল হিসেবে শতভাগ হজযাত্রী Route to Makkah ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। একই সাথে হজ পরবর্তী সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তনকালে নতুনভাবে চালুকৃত মক্কা/মদিনা হতে Hotel Check-In এর আওতায় পায় ৫৫% হজযাত্রীকে আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এতে করে হাজিগণ ঢাকা হতে লাগেজ বুকিং করে মক্কা/মদিনার নিজ নিজ হোটেলে লাগেজ পাওয়া আাবার ফিরতি পথে হোটেল হতে বুকিং করে ঢাকা বিমানবন্দরে লাগেজ গ্রহণের সুবিধা পেয়েছেন।ফলে লাগেজ কেন্দ্রিক এক বিশাল কষ্টসাধ্য ও ভোগান্তিকর অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। আগামী ২০২৪ হজ মৌসুমে শতভাগ হাজী Route to Makkah Ges Hotel Check-In এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। সেলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যথোপযুক্ত কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। হাজিদের সৌদি আরবে অভ্যন্তরীণ যাতায়াতে অতীতের ভোগান্তির যে চিত্র পাওয়া যায় ২০০৯ হতে মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী নানা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উন্নতমানের বাস ভাড়াকরণের ফলে তা সম্পূর্ণ লাঘব করা সম্ভব হয়েছে।

২) অনলাইনে ই-হজ সিস্টেমের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর যাবৎ হজ কার্যক্রম সম্পাদন করার ফলে হাজিগণের পারস্পারিক তথ্য আদান-প্রদান, ভিসা প্রসেসিং, আর্থিক লেনদেন, হারানো হাজি ও লাগেজ ট্র্যাকিং, প্রতারক চক্রকে প্রতিহতকরণ, সেবা সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতার দরুন হতাশা ও অসন্তোষ নিরসন ইত্যাদিসহ নানা বিষয়ে দর্শনীয় উন্নতি সাধিত হওয়ায় হাজিগণ সন্তোষ পকাশ করেছেন। ই-হজ ব্যবস্থাপনার দরূন বিগত বছরের তুলনায় হারানো হাজি অনুসন্ধান ব্যবস্থাপনা এবং হাজি মৃত্যুবরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা উন্নততর এবং কার্যকর হয়েছে। অনলাইনে হজযাত্রিদেরপাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ সেবার দরূন হজকেন্দ্রিক মানুষের ভ্রমণ ভোগান্তি প্রতারক চক্রের দৌরাত্ন, আর্থিক ক্ষতির আশংকা ইত্যাদি দূরীভূত হয়েছে। সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ হজ উপলক্ষে জমা দিয়ে হজে যাওয়া নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তা দূর করা সম্ভবপর হয়েছে। অনলাইনে ব্যবস্থাপনার দরূন জনবল, অর্থ এবং সময়ের সাশ্রয় হয়েছে। তাছাড়া অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হারানো হাজি এবং হারানো লাগেজ উদ্ধারে যাবতীয় পচেষ্টা ফলপ্রসু হয়েছে।

৩) মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ও উন্নতমানের পরিবহন

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক মক্কা ও মদিনায় সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রিদের আবাসনের জন্য উন্নতমানের হারামের নিকটবর্তী এলাকায় পাঁচতারকা বিশিষ্ট হোটেলে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রিদের বাড়ি পরিদর্শন করে উন্নতমানের আবাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মক্কা-মদিনা-মাশায়েরে চলাচলের জন্য উন্নতমানের বাস/ট্রেন এর সুব্যবস্থা করা হচ্ছে। হজযাত্রিদেরযাতায়াতে ০১ জন হাজির জন্য ১টি সিট হিসেবে বাস ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মিনা ও আরাফাতে উন্নত সেবার মান সম্পন্ন এসি বিশিষ্ট তাঁবুতে হাজিদের অবস্থানের বিষয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৪) সকল হাজির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ হতে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসামগ্রী এবং ঔষধ সৌদি আরবে নিয়ে এসে মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। চিকিৎসা সেবায় সম্পন্ন সকল খরচ সরকার বহন করছে।

৫) হজযাত্রিদের প্রশিক্ষণ প্রদান

সৌদি আরবের আবহাওয়া ও পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে হজ পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ সমন্ধে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। হজগাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকেও উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

৬) হজ টার্মিনালে অফিস স্থাপন

বাংলাদেশের হজযাত্রিগণ সাধারণত বাংলাদেশ থেকে যাত্রা করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজযাত্রিদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করে আসছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজযাত্রিরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশে গমন করেন এবং হজ পরবর্তী সময়ে দেশে ফেরার সময় উক্ত প্লাজায় বিভিন্ন সেবাগ্রহণ করতে পারেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ পশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসক দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রিদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এতে করে জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জেদ্দায় হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা

বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল

৬.০ হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮৩ সালের ৬৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে। অতঃপর অধ্যাদেশটি ২০১৮ সালের ৪২ নং আইনে রূপান্তরিত হয়। সরকার কর্তৃক সময় সময়ে প্রদত্ত ১০০ (একশ) কোটি টাকার স্থায়ী আমানত হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর নির্ভর করে দেশের হিন্দুধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মঠ/মন্দির/আশ্রম ও শ্মশান সংস্কার/উন্নয়নের জন্য এবং অস্বচ্ছল হিন্দুদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অতি সম্প্রতি হিন্দু জনগোষ্ঠীকে তীর্থস্থান ভ্রমণ ও মেধাবী অস্বচ্ছল ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে এককালিন বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, পুরোহিত প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় তিনটি, জেলায় তিনটি এবং সিটি কর্পোরেশনে তিনটি করে সর্বমোট ২৩৩১ টি মন্দির সংস্কারের কাজ এগিয়ে চলছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হল-

ক) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির ও অনুদান বিতরণের তথ্য

ক্রম	অর্থবছর	স্থায়ী আমানত	অনুদান/উপকারভোগীর তথ্য							
			প্রতিষ্ঠান	টাকা	অস্বচ্ছল ব্যক্তি	টাকা	দুর্গাপূজায় সহায়তা	তীর্থভ্রমণে সহায়তা	বৃত্তি	টাকা
০১	২০০৯-১০	৪ কোটি	১২০০ টি	০.৭৫ কোটি	২১১ জন	০.০৫কোটি	১.০০ কোটি	-	-	-
০২	২০১০-১১	-	১২৫৩ টি	০.৭৯ কোটি	২৬৩ জন	০.৮৪কোটি	১.০০ কোটি	-	-	-
০৩	২০১১-১২	-	১৪৬২ টি	১.২৫ কোটি	৪৭৩ জন	০.১৭কোটি	১.৫০ কোটি	-	-	-
০৪	২০১২-১৩	-	১২০৬ টি	১.২৫ কোটি	৬৩৬ জন	০.২৬কোটি	১.৫০ কোটি	-	-	-
০৫	২০১৩-১৪	৫ কোটি	১১৯৭ টি	১.২৫ কোটি	৬৫৭ জন	০.২৮কোটি	১.৫০ কোটি	-	-	-
০৬	২০১৪-১৫	-	১২৮৩ টি	১.২৫ কোটি	৭০০ জন	০.৩২কোটি	১.৫০ কোটি	-	-	-
০৭	২০১৫-১৬	-	১৪০৬ টি	১.২৫ কোটি	৮৪৮ জন	০.৩৭কোটি	১.৫০ কোটি	-	-	-
০৮	২০১৬-১৭	৭৯ কোটি	১৪৬৩ টি	১.২৫ কোটি	৮২৫ জন	০.৪২কোটি	২.০০কোটি	-	-	-
০৯	২০১৭-১৮	-	৯৯১ টি	১.২৫ কোটি	৪৮৮ জন	০.২১কোটি	২.০০কোটি	-	-	-
১০	২০১৮-১৯	-	১১২৫ টি	১.২৫ কোটি	৪৩৭ জন	০.২০কোটি	২.০০কোটি	-	-	-
১১	২০১৯-২০	-	৭৬৪ টি	১.২৫ কোটি	৩৫৭ জন	০.১৭কোটি	২.০০কোটি	৬০ জন	-	-
১২	২০২০-২১	-	৯৯২ টি	১.২৫ কোটি	৩৬৭ জন	০.৮৪কোটি	৩.০০কোটি	-	-	-
১৩	২০২১-২২	-	১০৭৫ টি	৩.৮১ কোটি	৭২২ জন	১.৫০কোটি	২.০০কোটি	-	২৫০০ জন	০.৫০ কোটি
১৪	২০২২-২৩	-	১১০০ টি	১.২৫ কোটি	১০০০ জন	০.৮৫কোটি	-	১৩২ জন	২০০০ জন	০.৪০ কোটি
মোট		৮৮ কোটি	১৬৫১৭ টি	১৯.১০ কোটি	৭৯৮৪ জন	৬.৪৮ কোটি	২২.৫ কোটি	১৯২ জন	৪৫০০ জন	০.৯০ কোটি

খ) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম: প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কাযক্রম- ৬ষ্ঠ পযায়" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৫০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিবছর ১৫০০০০ শিশুকে, ১০০০ টি গীতা শিক্ষা (শিশু) কেন্দ্রে ৩০,০০০ টি শিশু ও ১৪০০টি গীতা শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্রে ৪২,০০০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্প সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর এবং ৭৪০০ জন শিক্ষকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	শিক্ষাবছর	কেন্দ্র প্রাক প্রাথমিক	শিক্ষার্থির সংখ্যা	কেন্দ্র (বয়স্ক)	শিক্ষার্থির সংখ্যা	গীতাশিক্ষা কেন্দ্র(বয়স্ক/শিশু)	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট ব্যয়	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট কেন্দ্র
১	২০০৯	২৬৮৭	৮০৬১০	১১৭	২৯২৫	-	-	২৮০৪	৮৩৫৩৫	৭৭৩.২৪
২	২০১০	২৬৮৭	৮০৬১০	১১৭	২৯২৫	-	-	২৮০৪	৮৩৫৩৫	৮৬৮.৪৪
৩	২০১১	২২৭১	৬৮১৩০	৮১	২০২৫	-	-	২৩৫২	৭০১৫৫	৭৮৩.০৮
৪	২০১২	৫০০০	১৫০০০০	২৫০	৬২৫০	-	-	৫২৫০	১৫৬২৫০	১৭৮৯.৬০
৫	২০১৩	৫০০০	১৫০০০০	২৫০	৬২৫০	-	-	৫২৫০	১৫৬২৫০	২৩৮১.০৫
৬	২০১৪	৫০০০	১৫০০০০	২৫০	৬২৫০	-	-	৫২৫০	১৫৬২৫০	২৬৩৫.০০
৭	২০১৫	৫৫০০	১৬৫০০০	২৫০	৬২৫০	-	-	৫৭৫০	১৭১২৫০	২৬২৫.০০
৮	২০১৬	৫৫০০	১৬৫০০০	২৫০	৬২৫০	-	-	৫৭৫০	১৭১২৫০	৩২৮২.০০
৯	২০১৭	৬০০০	১৮০০০০	২৫০	৬২৫০	২০০	৬০০০	৬৪৫০	১৭১২৫০	৩৫৫০.০০
১০	২০১৮	৬০০০	১৮০০০০	২৫০	৬২৫০	২০০	৬০০০	৬৪৫০	১৯২২৫০	৪৭১৪.৫৭
১১	২০১৯	৫৮০০	১৭৪০০০	২৫০	৬২৫০	৪০০	১২০০০	৬৪৫০	১৯২২৫০	৬০৭৮.০০
১২	২০২০	৫৮০০	১৭৪০০০	২৫০	৬২৫০	৪০০	১২০০০	৬৪৫০	১৯২২৫০	৬৪০৯.০০
১৩	২০২১	৫০০০	১৫০০০০	-	-	৪০০	১২০০০	৫৪০০	১৬২০০০	-
১৪	২০২২	৫০০০	১৫০০০০	১৪০০	৪২০০০	১০০০	৩০০০০	৭৪০০	২২২০০০	১০৪৩২.৭৯
১৫	২০২৩	৫০০০	১৫০০০০	১৪০০	৪২০০০	১০০০	৩০০০০	৭৪০০	২২২০০০	৭৮২২.০০
মোট			২১৬৭৩৫০		১৪৮১২৫		১০৮০০০		২৪২৪৭৫	৫৪১৪৩.৭৭

গ)_ধর্মীয় এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প: এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ১৬০০ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে মাসিকভিত্তিতে ৭০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির কর্মসংস্থান হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাইতদের তথ্য দেখানো হল-

ক্রম	অর্থবছর	প্রশিক্ষিত পুরোহিত-সেবাইত	অর্থবছরভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২০১৪-১৫	-	৭৯.১৭ লক্ষ	
২	২০১৫-১৬	৫২৫ জন	১৭৩.৫২ লক্ষ	
৩	২০১৬-১৭	১১,১২৫ জন	৬৭৪.৭৫ লক্ষ	
৪	২০১৭-১৮	১২,৭৫০ জন	৭৮৭.৯৬ লক্ষ	
৫	২০১৮-১৯	২৪,৪০০ জন	৩৬২.২৬ লক্ষ	
৬	২০১৯-২০	-	-	বন্ধ ছিল
৭	২০২০-২১	-	৪১.৬৯ লক্ষ	
৮	২০২১-২২	১৩,৬০৬ জন	১৫৭৮.৩২ লক্ষ	
৯	২০২২-২৩	১১,৭৬৮ জন	১৩৭৮.৬৩ লক্ষ	
১০	২০২৩-২৪	১৫,৮০৩ জন	১০৭৫.০০ লক্ষ	
মোট		৮৯,৯৭৭ জন	৬১৫১.৩০ লক্ষ	

ঘ) সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প: এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ২৭৪১ টি মন্দির সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ মাধ্যমে ৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে।
এ সংক্রান্ত বিস্তবরিত তথ্য নিম্নরূপ :

ক্রম	অর্থবছর	সংস্কারকৃত মঠ/মন্দির/আশ্রম	অর্থবছরভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২০১৯-২০	-	৩৭৪.৫৮	
২	২০২০-২১	৩০০	৬৯০৯.৯৮	
৩	২০২১-২২	১০৪২	১২৩২০.৩৯	
৪	২০২২-২৩	৭৭০	৫১৪৭.৭০	
৫	২০২৩-২৪	৬২৯ টি	৫৬৩৪.৩৫	
মোট		২৭৪১ টি	৩০৩৮৭.০০	

ঙ) "শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সংস্কার মেরামত ও উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসুচি

ক্রম	অর্থবছর	সংস্কারকৃত মঠ/মন্দির/আশ্রম	অর্থবছরভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২০১৮-১৯	শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী-দুর্গা মন্দিরের নির্মাণ কাজ	৫৬.২০
২	২০১৯-২০	শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী-দুর্গা মন্দিরের নির্মাণ কাজ ও শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের দুতলা বেইজমেন্টের নির্মাণ কাজ	৭৬৯.৪৫
৩	২০২০-২১	শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী-দুর্গা মন্দিরের নির্মাণ কাজ ও শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের দুতলা বেইজমেন্টের নির্মাণ কাজ	১৫০.০০
মোট			৯৭৫.৬৫

চ) " শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের গাড়ি পার্কিংসহ একটি বহুমুখী সেবাকেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক কর্মসুচি

ক্রম	অর্থবছর	সংস্কারকৃত মঠ/মন্দির/আশ্রম	অর্থবছরভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২০২০-২১	শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে প্রথম, ২য় তলাসহ বেইজমেন্টর নির্মাণ	৫১.৯০
২	২০২১-২২	শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে প্রথম, ২য় তলাসহ বেইজমেন্টর নির্মাণ	৫৯৬.০০
৩	২০২২-২৩	শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে প্রথম, ২য় তলাসহ বেইজমেন্টর নির্মাণ	৩৪৭.০০
মোট			৯৯৪.৯০

তীর্থ ভ্রমণে তীর্থযাত্রীগণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন

অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান

বোর্ড সভায় বক্তব্য রাখছেন মননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

কুমিল্লা ও নড়াইলে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় কালে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান ও অন্যান্যরা

মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

৭.০ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা । দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, ১৯৮৩ রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুন:প্রণিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত হয়।

ক) রূপকল্প: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

খ) অভিলক্ষ্য : দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ ।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনার দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করা হয়:

ক্রম	নাম	পদবি
০১.	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
০২.	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন এমপি	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-১
০৩.	বেগম আরমা দত্ত এমপি	সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান-২
০৪.	জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি (পদাধিকার বলে)
০৫	জনাব সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া (কক্সবাজার জেলা)	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৬.	জনাব মিথুন রশ্মি বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৭.	মিসেস ববিতা বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
০৮.	মিসেস রুপনা চাকমা (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
০৯.	জনাব রঞ্জন বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলা)	ট্রাস্টি
১০.	জনাব জয় সেন তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি
১১.	জনাব জ্যোতিষ সিংহ (কুমিল্লা জেলা)	ট্রাস্টি
১২.	জনাব হ্লা থোয়াই হ্লী মার্মা (বান্দরবান পার্বত্য জেলা)	ট্রাস্টি

স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪ খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৭.০ কোটি টাকা।

ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরি, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান তথ্য মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা, মাননীয় সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে, যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধবিহার/প্যাগোডার সংখ্যা ৫ হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধবিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১) বৌদ্ধবিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়/ শ্মশান সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধবিহার/প্যাগোডা/ উপাসনাল/শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার/প্যাগোডা সংস্কার ও মেরামত এবং শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য ট্রাস্ট তহবিল হতে ২কোটি ৫৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ১৬৩৫টি বৌদ্ধ বিহারে ও বৌদ্ধ শ্মশানে বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

২) শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ১৪কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ৩৭৫৪টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এবং প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ৩৯৭২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য এই আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। এরফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে ধর্মীয় উৎসব পালনে বিশেষ উপকৃত হয়েছে।

৩) অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

২০১৩ সাল হতে অসহায় ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চিকিৎসার জন্য অনুদান প্রদান শুরু করা হয়। ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৪০৮ জনকে চিকিৎসার জন্য মোট ৫৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪) ধর্মীয় উৎসব উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব "শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা" ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব "শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান" উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধবিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধবিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে । এ পবিত্র ধর্মীয় দিবসে বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধবিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। প্রতিবছর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট "বৌদ্ধ ধর্ম ও বিশ্ব শান্তি" শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এর নেতৃত্বে বঙ্গভবন/গণভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রির সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু ও বৌদ্ধ সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও সুশীল সমাজের নেতৃবর্গ সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

৫) জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধবিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে। এসব দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধবিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপাসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৭/০৩/২০২০খ্রি: তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০০তম জন্মবার্ষিকী এবং ১৭/০৩/২০২১খ্রি: তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে এবং ২৬শে মার্চ, ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

উদযাপনে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম-জীবন ও ধর্মীয় সম্প্রীতি উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় বৌদ্ধ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পারলৌকিক শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

৭) বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বৌদ্ধবিহারগুলোর মেরামতের জন্য অনুদান প্রদানের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউএনএফপি-এর অর্থায়নে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এ পর্যন্ত ৩২টি ব্যাচের (৪ দিনের) মাধ্যমে বৌদ্ধ ভিক্ষু , মহিলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ মোট ৯৬০ জন নেতৃবৃন্দকে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে । তাছাড়া, লিডার্স অব ইনফ্লুয়েন্স (এলওআই) প্রকল্পের আওতায় এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট "জাতীয় উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ" বিষয়ক ৩ (তিন) দিনের ৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু , মহিলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ মোট ৩০০ জন নেতৃবৃন্দকে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

৮) বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে ২০১০ সালে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) এর প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান।এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। ট্রাস্টের উদ্যোগে **"সপ্তপর্ণী"** নামে একটি বার্ষিক জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, এবারও বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৩ উপলক্ষে বার্ষিকী **"সপ্তপর্ণী"** প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৬ খ্রিঃ ট্রাস্টের কার্যক্রম বিষয়ক একটি 'পুস্তিকা' বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করা হয় যা চলমান। এরফলে দেশী ও বেদেশী নাগরিক/জনগণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারছে।

৯)ওয়েবসাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের "রূপকল্প -২০২১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান-প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.brwt.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এতথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

১০) প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মুল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০ হাজার বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৩০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ২০২২ সাল হতে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় বর্তমানে ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এছাড়াও, ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০০ বৌদ্ধ কিশোর কিশোরী সহজ ত্রিপিটক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। ৩য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৪০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

১১) বাংলাদেশের অর্থায়নে নেপালের লুম্বিনীতে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ

বাংলাদেশের অর্থায়নে নেপালের লুম্বিনীতে একটি বৌদ্ধবিহার নিমার্ণের লক্ষ্যে নেপালের লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার চুক্তির শর্ত অনুসারে ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯ হাজার ৯০ টাকা নেপালের লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেছে। বৌদ্ধবিহার নির্মাণের লক্ষ্যে

Construction of Bangladesh Pagoda and Buddhist Cultural Complex at Lumbini Conservation Area, Lumbini, Nepal শীর্ষক প্রকল্প -এর অনুমোদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০১৯ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ এঁর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০১৯ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

৮.০ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ মোতাবেক এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের ইতিবাচক সহায়তায় খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গঠন করা হয়।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে Christian Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুন:প্রণিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর বিধান অনুসারে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত হয়।

তহবিল সংক্রান্ত ঃ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় সংসদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার এনডোমেন্ট তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে জনতা ব্যাংক লিঃ-এর জিরো পয়েন্ট শাখায় একটি স্থায়ী আমনত করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা রয়েছে। ট্রাস্টের এই ৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানতের মুনাফার অর্থ দেশের বিভিন্ন চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয়ের অনুকূলে মেরামত/সংস্কার/মাটিভরাট/বাউন্ডারি নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

অফিস স্থাপন ও কর্মী নিয়োগ ঃ নভেম্বর ২০১১ মাস থেকে ট্রাস্টের জন্য ৮২ নং তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় ভাড়াকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ১২৮/৪, পূর্ব তেজতুরীবাজার (২য় তলা), কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকায় ভাড়াকৃত অফিসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ট্রাস্ট কর্তৃক নিয়োগকৃত ০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ট্রাস্টের কার্যালয় বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকায় স্থানান্তরিত হবে।

অনুদান প্রদান কার্যক্রম ঃ

(ক) চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয় মেরামত ও সংস্কারে অনুদান প্রদান ঃ ট্রাস্টের ৫ কোটি টাকার এনডোওমেন্ট তহবিলের আয় হতে ২০১২-২০২৩ পর্যন্ত ৫৭২টি চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয়ের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) সানডে স্কুলের জন্য অনুদান প্রদান ঃ ২০১৮-২০২৩ পর্যন্ত ট্রাস্টের ৫ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট তহবিলের আয় হতে চার্চ কেন্দ্রিক ৩৩টি সানডে স্কুলের অনুকূলে মোট ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সানডে স্কুলে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।

(গ) বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রির অনুদান ঃ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ যাবৎ শুভ বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ১৫০৪টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের অনুকুলে উৎসব অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ যাবৎ পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৮টি এবং ছাত্র-যুবকদের নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক ২০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে ৭৭৪ জন পালক-পুরোহিত এবং ১৯৮২ জন ছাত্র-যুবক অংশগ্রহণ করেছে।

জাতীয় দিবস উদযাপন ঃ ট্রাস্ট প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমন ও ১৫ আগস্ট তাঁর পরিবারের সদস্য যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের সকলের আত্মার মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে। এছাড়াও মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল শহীদের স্মরণে এবং জাতির সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে।

শুভ বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভবনে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান: প্রতিবছর শুভ বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শুভ বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা প্রদান ঃ প্রতিবছরের ন্যায় শুভ বড়দিন-২০২২ উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয় থেকে ঢাকার তেজগাঁও-এর ফার্মগেটে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটরিয়ামে' উপস্থিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ভার্চুয়ালি বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন ঃ মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশটি 'খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন,-২০১৮' নামে প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

শুভ বড়দিন-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বিনিময়

অনুদানের চেক বিতরণ